কিশোর ক্লাসিক

দ্য লাস্ট অভ দ্য মোহিকান্স

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

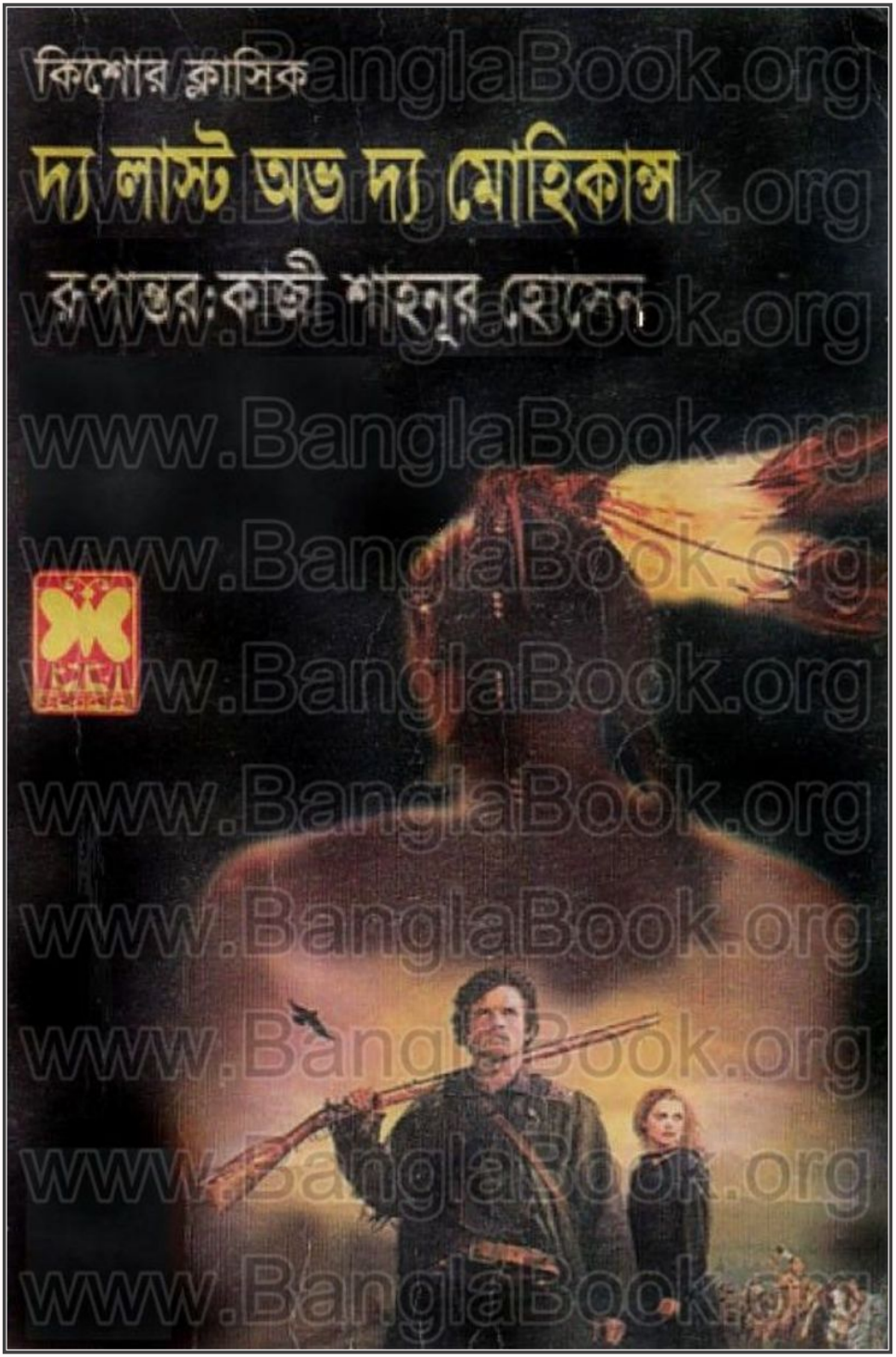

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য লাস্ট অভ দ্য মোহিকান্স

জেমস ফেনিমোর কুপার

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৫

এক

আমাদের গল্পের সূচনা জুলাইয়ের এক ভাপসা গরমের দিনে। যুদ্ধ চলছে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের মধ্যে, নিউ ওয়ার্ল্ড-এর দখলদারিত্বের প্রশ্নে। যুদ্ধের তৃতীয় বছর সেটি। দু'টি দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হলেও বিধাতা কিন্তু অলক্ষ্যে হাসছিলেন। কারণ, থার্টিন কলোনিজ অর্থাৎ নিউ ওয়ার্ল্ড ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স কারও কপালেই ছিল না।

মূল যুদ্ধ চলছে নিউ ইয়র্ক স্টেট-এ। কাছেই রয়েছে হাডসন নদীর উৎস, লেক জর্জ এবং লেক চ্যাম্পলেইন। এখানকার সবুজ বনানীগুলোতেই দু'পক্ষে অধিকাংশ সংঘর্ষ হয়েছে।

কষ্টসহিষ্ণু কলোনিস্ট এবং সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যদের প্রথম কাজ ছিল নির্জন প্রান্তরগুলো করায়ত্ত করা। এরপর আসে ফরাসি সেনাবাহিনী এবং তাদের ইন্ডিয়ান মিত্রদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রশ্ন। তবে যথাসময়ে প্রতিটি নদী এবং পর্বতের গিরিপথ জয় করে নিল এই নবাগতরা।

দু'পক্ষই যুদ্ধক্ষেত্রের দু'পাশে সুবিধাজনক জায়গায় দুর্গ তৈরি করল। আশেপাশের জঙ্গলগুলো মানুষজনের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠল। চলতে লাগল কুচকাওয়াজ।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটিশ জেনারেল এডওয়ার্ড ব্র্যাডোকের পরাজয় মানসিকভাবে দমিয়ে দিয়েছে কলোনিস্ট এবং সৈন্যদের। আত্মবিশ্বাস কমে গেছে তাদের। তাছাড়া বর্বর ইন্ডিয়ানদের নৃশংস গণহত্যার দৃশ্য এখনও মুছে যায়নি সেটলারদের মন থেকে। যুদ্ধ বিজয়ের ব্যাপারে দুঃসাহসী সেটলার এবং সৈনিকরা পর্যন্ত আশাবাদী হতে পারছে না।

এর পরপরই যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ল। জানা গেল, চ্যাম্পলেইন হ্রদের তীর ধরে ফরাসি জেনারেল মন্টকামকে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আসতে দেখা গেছে। এখবর শুনে ব্রিটিশ এবং আমেরিকানদের আত্মা শুকিয়ে গেল।

খবরটা জানাল এক ইন্ডিয়ান দৌড়বাজ বার্তাবাহক। এক বিকেলে ছুটতে ছুটতে ক্যাম্পে এসে ঢুকল ও।

কর্নেল মনরো মাত্র এক হাজার লোক নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম হেনরীকে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না, গেটে দাঁড়ানো সৈন্যদের বলল রেড ইন্ডিয়ানটি।

www.BanglaBook.org

'তাঁকে আরও লোক দেয়া দরকার।

খবরটা ফোর্ট এডওয়ার্ডের জেনারেল ওয়েব-এর কানে পৌঁছতে দেরি হলো না।

জেনারেল ওয়েব নির্দেশ দিলেন পনেরোশো সৈন্যকে পাঠাতে হবে ফোর্ট উইলিয়ামে। দুটো দুর্গের দূরত্ব পনেরো মাইল।

'ভোরেই রওনা দেবে,' নির্দেশ দিলেন জেনারেল। তক্ষুনি প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে ক্যাম্পের সকলে তাদের কমরেডদের বিদায় জানাল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে লাগল বাঁশির শব্দ: দেড় হাজার লোককে যেন গিলে নিল জঙ্গল।

জেনারেলের কেবিনের বাইরে তিনটে ঘোড়ায় স্যাডল এবং মালপত্র চাপানো হয়েছে। লম্বা যাত্রা রয়েছে ঘোড়াগুলোর কপালে। সেজন্যেই বোধহয় মাঝে মধ্যে মৃদু ডাক ছেড়ে খুর দাপাচ্ছে ওগুলো। কোরা আর অ্যালিস মানরোকে ফোর্ট এডওয়ার্ড থেকে ফোর্ট উইলিয়াম হেনরীতে পৌঁছে দেবে প্রাণীগুলো। ওখানে ওদের বাবা, কর্নেল মানরোর সঙ্গে মিলিত হবে মেয়েরা। কর্নেল মানরো ওই দুর্গের কমান্ডিং অফিসার। ডানকান হেওয়ার্ড নামে একজন ব্রিটিশ মেজর সঙ্গে যাবে মেয়েদের।

দু'জন পুরুষ মহা উৎসাহে যাত্রার প্রস্তুতি দেখছে। দুর্গের অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা তাদের পোশাক পরিচ্ছদ। সাদা লোকটির শরীরের গড়ন একটু অস্বাভাবিক–মস্ত মাথা, চিকন কাঁধ। পা আর হাতগুলো সরু লিকলিকে। কেইপ সমেত একটা আকাশী-নীল কোট, খাট স্কার্ট এবং যাজকদের মতন একটা ককড হ্যাট পরেছে সে। পোশাকের কারণে লোকের চোখে আরও বেশি করে পড়ছে লোকটি।

দ্বিতীয় লোকটি হচ্ছে বার্তাবহ দৌড়বাজ ইন্ডিয়ান। খবরটা সে-ই পৌঁছে দিয়েছে দুর্গে। উৎকট সাজসজ্জায় ওকে বন্য আর কুৎসিত দেখাচ্ছে।

সাদা চামড়া আর ইন্ডিয়ানটি একমনে চেয়ে রয়েছে বিদায়ী দলটির দিকে। সুন্দরী দুই বোন ঘোড়ায় চেপে বসেছে। হালকা চালে স্যাডলে লাফিয়ে উঠে বসল মেজর, ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেল তিনজনে।

ইন্ডিয়ান লোকটি সাদা মানুষটির পাশ দিয়ে দৌড়ে শোভাযাত্রার সামনে চলে গেল।

ওকে দেখে বিরক্তিতে বলে উঠল অ্যালিস মানরো, 'ইন্ডিয়ানটাকে দেখলেই আমার ভয় করে, ডানকান। ওকে আপনি অত বিশ্বাস করছেন কেন?'

'ও আমাদের আর্মির রানার,' জবাব দিল হেওয়ার্ড। 'আপনার বাবার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

একবার সামান্য গজগোল করলেও, একটা ইণ্ডিয়ান পথ দিয়ে আমাদের ফোর্টে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে ও। দেখবেন, সৈন্যদের চাইতে অনেক আগেই পৌঁছে যাব আমরা। ভয়ের কিছু নেই, ও আমাদেরই লোক।'

'আমার বাবার সঙ্গে গোলমাল করে থাকলে আমার তো ভয় লাগারই কথা,' পাল্টা বলল উদ্বিগ্ন মেয়েটি।

ওদিকে, সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে ইণ্ডিয়ানটি, রাস্তা থেকে ঘন ঝোপে মিশে-যাওয়া একটা রাস্তা আঙুলের ইশারায় দেখাচ্ছে।

'ওই যে, ওদের রাস্তা,' বলল হেওয়ার্ড। 'চলুন এগোই। অবিশ্বাস করা হচ্ছে ও যেন আর কিছু বুঝতে না পারে।'

'কোরা, তুমি কি বলো?' বোনকে জিজ্ঞেস করল অ্যালিস। 'সৈন্যদের সঙ্গে গেলেই ভাল হত না?'

কোরা স্যাডলে জমে বসে আছে। 'ও অন্য জাতের বলেই সন্দেহ করতে হবে?' বলল ঠাণ্ডা স্বরে।

অ্যালিস মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করল না। নিজের ঘোড়ার গায়ে চাবুকের আলতো বাড়ি মেরে রানারের পেছন পেছন অন্ধকার, বুনো পথে নেমে গেল। অন্যরা পড়ে রইল পিছে।

ওরা খানিকদূর মাত্র গেছে, ঝুপসি পাইনের মধ্য দিয়ে একটা ঘোড়ার বাচ্চাকে হরিণের মতন ছুটতে দেখল। অশ্বারোহী আর কেউ নয়, আকাশী-নীল কোট পরিহিত দুর্গের সেই মজাদার লোকটি।

ওকে দেখে মেজর হেওয়ার্ড অতিকষ্টে হাসি চাপল।

'আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন।

হ্যাট দিয়ে মুখে বাতাস করতে করতে বলল আগন্তুক, 'আপনাদের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামে যেতে পারলে খুব ভাল লাগবে।'

'আপনি মনে হয় পথ ভুল করেছেন,' উদ্ধত কণ্ঠে বলল মেজর। 'লেক জর্জে যাওয়ার হাইওয়ে আপনি আধ মাইল পেছনে ফেলে এসেছেন।'

শীতল ব্যবহারে দমবার পাত্র নয় অনাহূত।

'ফোর্ট এডওয়ার্ডে হপ্তাখানেক ছিলাম,' বলল সে। 'আমার যা পেশা তাতে এবার ঠাঁইনাড়া হওয়ার পালা।'

'তা আপনার পেশাটা কি?' জিজ্ঞেস করল হেওয়ার্ড।

'মিউজিক শেখাই। আমার বিশেষত্ব হচ্ছে বাইবেলের প্রার্থনা-সঙ্গীত।'

'গানের টিচার!' বলে উঠল অ্যালিস। 'ডানকান, ওকে আমাদের দলে নিয়ে নিন।' তারপর ফিসফিসিয়ে জুড়ে দিল, 'বিপদে পড়লে কাজে আসবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল হেওয়ার্ড।

www.BanglaBook.org

আগন্তুক অ্যালিসের পাশাপাশি চলতে শুরু করল। চলার পথে মিঠে গলায় স্তব গাইতে লাগল দু'জনে।

দলটির থেকে সামান্য কিছু আগুয়ান ইণ্ডিয়ানটি ফিরে বিড়বিড় করে, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কি যেন বলল হেওয়ার্ডকে।

কাঁধের ওপর দিয়ে সঙ্গীদের জানান দিল মেজর।

'মুখ বন্ধ রাখতে হবে আমাদের। কাজেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত গানটা একটু থামান আপনারা।'

কথার ফাঁকে কাছের ঘন ঝোপটির ভেতর উঁকি দিল ও। চকচকে বেরিগুলোকে মুহূর্তের জন্যে ওত পেতে থাকা বর্বরদের জ্বলন্ত চোখের মণি বলে মনে হলো। কিন্তু চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ইণ্ডিয়ান গাইডকে অনুগমন করল সে।

শোভাযাত্রা চলে গেলে, ঝোপটার ডালপালাগুলো সামান্য একটুখানি ফাঁক হয়ে গেল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল উদ্ভট রং-চং মাখা এক অসভ্য।

শিকারদের গাছ-গাছালির ওপাশে হারিয়ে যেতে দেখল ও। ওর চোখজোড়া ধকধক করে জ্বলছে। খুনের নেশায়!

দুই

কয়েক মাইল তফাতে, সেই একই জঙ্গলে, একই দিনে একজন ইণ্ডিয়ান এবং একজন সাদামানুষ—ঔপনিবেশিক স্কাউট-প্রমত্তা হাডসন নদীর তীরে বসে আলোচনা করছে।

লোক দু'জন নিউ ওয়ার্ল্ডে তাদের নিজ নিজ গোত্রের ইতিহাস এবং দুটির মধ্যে যেসব সমস্যা বিরাজমান সে নিয়ে কথাবার্তা বলছে। কখনও উচ্চস্বরে, কখনওবা নিচু গলায়।

কাঠঠোকরার খুটখাট বা দূরবর্তী কোন জলপ্রপাতের ভোঁতা গর্জন ছাড়া গোটা জঙ্গল নিঝুম।

ইণ্ডিয়ান লোকটি চিঙ্গাচুক—মোহিকান বংশের একজন সর্দার। আর স্কাউটটির আসল নাম ন্যাটি বাম্পপো। অবশ্য চিঙ্গাচুক তাকে হক আই নামে ডাকে।

'জাতভাইদের সব কাজ-কর্ম সমর্থন করি না আমি,' বলল হক আই। 'কিন্তু তোমার মুখে শুনতে চাই, চিঙ্গাচুক, আমাদের দুটো গোত্রের পূর্বপুরুষদের প্রথম মোলাকাতের সময় কি হয়েছিল? মানে ইণ্ডিয়ানরা কি বলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুহূর্তখানেক নিশ্চুপ রইল চিঙ্গাচুক। তারপর শ্যাওলা ধরা গুঁড়িটার প্রান্ত থেকে সামনে ঝুঁকে গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে লাগল: 'আমার গোত্র, মানে মোহিকানরা হচ্ছে সমস্ত ইণ্ডিয়ান জাতির সেরা। আমার শরীরে তাদেরই রক্ত। কিন্তু ওলন্দাজরা এসে নিউ ইয়র্কে বসতি গড়ার পর আমার পূর্বপুরুষদের মন্দ ধরাল। বেহেড হয়ে পড়ল তারা, মূর্খের মতন মনে করল ঈশ্বরের নাগাল পেয়ে গেছে। ব্যস, ছেড়ে দিল জমি। তীর থেকে একটু একটু করে ঠেলাগুঁতো খেতে খেতে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। ডেলাওয়ার জাতির সঙ্গে বাধ্য হলো থাকতে। আমি, মোহিকানদের নেতা, নদীতীরের মোহিকান ভূমি বা পূর্বপুরুষদের কবর কিছুই দেখিনি।'

সঙ্গীর বেদনা গভীরভাবে স্পর্শ করে গেল হক আইকে।

'মোহিকানরা এখন কোথায়?'

'সব পরপারে,' বলল ইণ্ডিয়ান, 'আমি মরে গেলে আমার ছেলে আনকাস হবে সর্দার। কারণ ও-ই হচ্ছে মোহিকানদের শেষ বংশধর।'

'আনকাস এই যে এখানে,' একটি কোমল কণ্ঠ বলে উঠল।

যুবক যোদ্ধা ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে নদীর পাড়ে বসল।

'জঙ্গলে ইরোকুইদের কোন চিহ্ন দেখতে পেলি?' জিজ্ঞেস করল ওর বাবা।

'হ্যাঁ, ওদের ট্রেইল অনুসরণ করছিলাম,' জানাল বলিষ্ঠ যুবকটি। 'জন্য দশেক হবে, ঝোপের ভেতর কাপুরুষের মত লুকিয়ে বসে আছে।'

'ওই মন্টকাম নামের ফরাসি জেনারেলটার কাজ,' বলল হক আই। 'কানাডা থেকে এখানে গুপ্তচরগিরি, খুন আর রাহাজানির জন্যে বর্বরগুলোকে পাঠিয়েছে।'

সূর্য পাটে বসেছে। পানি থেকে উঠে নিচ্ছে শরীর। সেদিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বলল চিঙ্গাচুক, 'ইরোকুইগুলোকে ঝোপ থেকে হরিণের মতন তাড়িয়ে বার করতে হবে। হক আই, আজ রাতটা এসো খাওয়া-দাওয়া করি, কাল ওদের বোঝাব কত ধানে কত চাল।'

'বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই,' বলল হক আই। 'আনকাস, ওই পাহাড়ী ঝোপগুলোয় মস্ত বড় হরিণ দেখেছি। দেখো দেখি একটাকে কায়দা করতে পারো কিনা।'

আনকাস চুপিসারে এগোল ঝোপ-ঝাড়গুলোর উদ্দেশে। হাতে তীর-ধনুক তৈরি।

দু'বন্ধু চেয়ে রয়েছে সেদিকে, হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলে উঠল চিঙ্গাচুক। 'শ্!'

'কি হলো? কিছু শুনতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল হক আই।

মাটিতে কান পাতল ইণ্ডিয়ান।

'সাদা মানুষদের ঘোড়ার শব্দ,' বলল, 'হক আই, ওরা তোমার জাতভাই।

www.BanglaBook.org

ওদের সঙ্গে তুমি কথা বলবে।'

শুকনো ডালপালা ভাঙছে, খুরের শব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে ক্রমশ।

হক আই মুখ তুলতে দেখতে পেল, একজন ব্রিটিশ অফিসার তার ছোট্ট দল নিয়ে সমতল পথ ধরে এদিকেই আসছে।

'কে যায়?' লম্বা রাইফেলটির ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রশ্ন করল হক আই।

'আমরা রাজার লোক,' দলের নেতা হক আইয়ের দিকে গটগট করে এগিয়ে এসে বলল। 'আমার নাম ডানকান হেওয়ার্ড। সকাল থেকে না খেয়ে পথ চলছি, আমরা বড্ড ক্লান্ত। একজন ইণ্ডিয়ান গাইডকে বিশ্বাস করেছিলাম। আমাদেরকে ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে যাবে বলেছিল। কিন্তু সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। আপনি কি রাস্তাটা একটু বলে দেবেন?'

'ধুস!' প্রায় ধমকে উঠল হক আই। 'ইণ্ডিয়ান গাইড জঙ্গলে পথ হারায় নাকি! ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে!'

'আমাদের গাইড লে রেনার্ড সাবটিলের দেশ আসলে কানাডা–হুরন জাতির লোক। আপনি যদি দুর্গের রাস্তাটা একটু বাতলে দেন তো আমরা আবার রওনা হতে পারি।'

'তার আগে ইণ্ডিয়ানটাকে একবার দেখতে চাই আমি,' বলল হক আই। 'ওর চেহারা আর রং-চং দেখলেই বুঝে ফেলব ব্যাটা ইরোকুই কিনা।'

ঝোপের ভেতর দিয়ে লে রেনার্ডকে উঁকি মেরে দেখল হক আই। সকলের শেষে রয়েছে সে।'

'আমি হলে ওই বুড়ো শেয়ালটার সঙ্গে আর এক পাও যেতাম না,' সতর্ক করল হক আই। 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে লোকটা ভাল করেই জানে ইরোকুইরা কোথায় ঘাপটি মেরে আছে।'

'আপনি ঠিক জানেন?' ব্রস্ত মেজর হেওয়ার্ড জানতে চাইল।

'একদম। আপনি বদমাশটার মন অন্য কোনদিকে ফেরানোর চেষ্টা করুনগে যান। চিঙ্গাচুক আর আনকাস মোহিকান বংশের লোক। ওরাই যা ব্যবস্থা করার করবে।'

তড়িঘড়ি ইণ্ডিয়ানটির দিকে এগিয়ে গেল মেজর। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

'ওই স্কাউট আমাদেরকে আজ রাতটা কাটানোর বন্দোবস্ত করে দেবেন বলেছেন,' বলল মেজর।

তার দিকে চকিতে চাইল লে রেনার্ড।

'তাহলে আমি যাচ্ছি। আপনারা, ফ্যাকাসেমুখোরা, আমাকে চান না। আপনারা নিজেদের জাতভাইদের ছাড়া আর কাউকে সহ্য করতে পারেন না।'

www.BanglaBook.org

'উইলিয়াম হেনরীর চীফকে কি বলবে তুমি? বলবে যে তাঁর মেয়েদের জঙ্গলে ফেলে পালিয়েছ?' খেপে উঠল হেওয়ার্ড।

'কর্নেলের গলা যতই চড়া হোক, হাত যতই লম্বা হোক না কেন, এই বনে তিনি আমার চুলের ডগাও স্পর্শ করতে পারবেন না।'

'আমার ধারণা ছিল তুমি আমাদের বন্ধু,' বলল হেওয়ার্ড। 'আমি চাই তুমি গাইড হিসেবে থাকো। মহিলাদের বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেলে আমরা না হয় রওনা দেব।'

'ফ্যাকাসেমুখোরা মেয়েলোকদের কেনা চাকর বনে যায়,' বিড়বিড় করে আওড়াল সে রেনার্ড।

'সূর্য ওঠার আগেই রওনা হব,' বলল হেওয়ার্ড, 'নইলে মন্টকাম হয়তো আমাদের দুর্গে পৌঁছতে বাধা দেবে। এখন দেখি, তোমার খিদে চাগিয়ে দেয়ার মত কড়া কোন পানি আছে কিনা আমার সাথে।'

মেজর তার পাঁটরি হাতাচ্ছে এসময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ইণ্ডিয়ান দৌড়বাজ, লাফ দিল ঝোপের মধ্যে। চিংপাচুক আর আলকাসও তাদের গুপ্ত জায়গা থেকে এক লম্ফে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিল। ওদের ক্রুদ্ধ আদিম চিৎকার যেন আগুন ধরিয়ে দিল জঙ্গলে। ঘনায়মান অন্ধকারে রাইফেল ছুঁড়ে ব্যাক্তাবরণকে আরও উত্তপ্ত করে তুলল হক আই।

শুরু হয়ে গেল ধাওয়া!

BanglaBook.org

তিন

মেজর এতটাই হকচকিয়ে গেছে যে নড়তেও পারেনি। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ঝোপে ঢুকতে হক আই আর ইণ্ডিয়ান দু'জনকে খালি হাতে ফিরতে দেখল।

'এত শিগগির হাল ছেড়ে দিলেন কেন?' চড়া গলায় জানতে চাইল মেজর। 'আমাদের বিপদ এখনও কাটেনি।'

'ব্যাটা দৌড়তে জানে,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল হক আই। 'সাপের মতন এঁকেবেঁকে পালাল। তবে আমি ওকে জখম করেছি।'

'তারমানে একজন আহত লোকের বিপক্ষে আমরা চারজন সুস্থ সবল মানুষ!' বলল মেজর। 'তবে আর ভয় কি? নির্বিঘ্নে দুর্গে পৌঁছে যাব।'

'দেখুন,' বলল হক আই, 'আপনারা বেশিদূর যেতে পারবেন না। তার আগেই ও দলবলসুদ্ধ আপনাদের ঘায়েল করে দেবে। আসুন, পা চালাই। নইলে

www.BanglaBook.org

'উইলিয়াম হেনরীর চীফকে কি বলবে তুমি? বলবে যে তাঁর মেয়েদের জঙ্গলে ফেলে পালিয়েছ?' খেপে উঠল হেওয়ার্ড।

'কর্নেলের গলা যতই চড়ু হোক, হাত যতই লম্বা হোক না কেন, এই বনে তিনি আমার চুলের ডগাও স্পর্শ করতে পারবেন না।'

'আমার ধারণা ছিল তুমি আমাদের বন্ধু,' বলল হেওয়ার্ড। 'আমি চাই তুমি গাইড হিসেবে থাকো। মহিলাদের বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেলে আমরা না হয় রওনা দেব।'

'ফ্যাকাসেমুখোরা মেয়েলোকদের কেনা চাকর বনে যায়,' বিড়বিড় করে আওড়াল লে রেনার্ড।

'সূর্য ওঠার আগেই রওনা হব,' বলল হেওয়ার্ড, 'নইলে মন্টকাম হয়তো আমাদের দুর্গে পৌঁছতে বাধা দেবে। এখন দেখি, তোমার খিদে চাগিয়ে দেয়ার মত কড়া কোন পানি আছে কিনা আমার সাথে।'

মেজর তার পাঁটরি হাতাচ্ছে এসময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ইণ্ডিয়ান দৌড়বাজ, লাফ দিল ঝোপের মধ্যে। ছিপছিপে আর আলকাসও তাদের গুপ্ত জায়গা থেকে এক লাফে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিল। ওদের ক্রুদ্ধ আদিম চিৎকার যেন আগুন ধরিয়ে দিল জঙ্গলে। ঘনায়মান অন্ধকারে রাইফেল ছুঁড়ে বাতাবরণকে আরও উত্তপ্ত করে তুলল হক আই।

শুরু হয়ে গেল ধাওয়া!

BanglaBook.org

তিন

মেজর এতটাই হকচকিয়ে গেছে যে নড়তেও পারেনি। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ঝোপে ঢুকতে হক আই আর ইণ্ডিয়ান দু'জনকে খালি হাতে ফিরতে দেখল।

'এত শিগগির হাল ছেড়ে দিলেন কেন?' চড়া গলায় জানতে চাইল মেজর। 'আমাদের বিপদ এখনও কাটেনি।'

'ব্যাটা দৌড়তে জানে,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল হক আই। 'সাপের মতন এঁকেবেঁকে পালাল। তবে আমি ওকে জখম করেছি।'

'তারমানে একজন আহত লোকের বিপক্ষে আমরা চারজন সুস্থ সবল মানুষ!' বলল মেজর। 'তবে আর ভয় কি? নির্বিঘ্নে দুর্গে পৌঁছে যাব।'

'দেখুন,' বলল হক আই, 'আপনারা বেশিদূর যেতে পারবেন না। তার আগেই ও দলবলসুদ্ধ আপনাদের ঘায়েল করে দেবে। আসুন, পা চালাই। নইলে

www.BanglaBook.org

কাল মন্টকামের তাঁবুর সামনে আমাদের খুলি শুকাবে।'

'তবে আমাদের একা ছেড়ে দিয়েন না,' মিনতি করে বলল হেওয়ার্ড, মুখ শুকিয়ে গেছে। 'আমাদেরকে দুর্গে পৌঁছে দিন। আপনারা যা পুরস্কার চান পাবেন।'

'আমরা আপনার অনুরোধ রক্ষা করব,' বলল হক আই। 'কোন পুরস্কারের লোভে নয়। তবে আপনাদের কিন্তু দুটো শর্ত মানতে হবে।'

'কি শর্ত?'

'প্রথমটা হচ্ছে, যদ্দূর সম্ভব চুপচাপ থাকবেন এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে, যে জায়গায় আপনাদের নিয়ে যাব সেটার কথা কাউকে কোনদিন জানাবেন না।'

'আমরা আপনাদের শর্ত মেনে চলব। কথা দিলাম।'

'তাহলে আসুন আমার সঙ্গে,' বলল হক আই। 'অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

হক আই নদীর পাড়ে একগুচ্ছ ঝোপের কাছে গিয়ে, গুপ্তস্থান থেকে একটা ক্যানু টেনে বের করল। মালপত্র তুলে, মহিলাদের এবং গানের শিক্ষককে ওটায় বসতে সাহায্য করে, হেওয়ার্ডকে নিয়ে কিনারা ধরে এগোল, উভয়ে চালিত করল পলকা নৌকাটাকে।

এদিকে, আনকাস আর চিঙ্গাচগুক ঘোড়াগুলোকে লুকানোর ব্যবস্থা করল।

দুই মোহিকান ওদের সঙ্গে যখন মিলিত হলো তখন লম্বা লম্বা পাইন গাছে ঘেরা, একটা খাড়া পাথুরে বাঁকের মধ্য দিয়ে ছুটছে নদী। নৈসর্গিক সৌন্দর্য মেয়ে দু'টিকে ক্ষণিকের জন্যে নিরাপত্তার অনুভূতি দিতে পারল।

ক্যানুতে লাফিয়ে উঠে পড়ল হক আই, দুই ইণ্ডিয়ান, এবং মেজর। পাথরে হোঁচট এড়াতে গিয়ে, সোজা মাঝ দরিয়ায় উত্তাল স্রোতের মধ্যে নৌকা নিয়ে ফেলল হক আই।

যাত্রীরা আতঙ্কে চুপ হয়ে গেল। শ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছে সবাই, এই বুঝি নৌকা উল্টে যায়! রুদ্ধশ্বাসে নদীর গতি প্রকৃতি লক্ষ করছে। ঘূর্ণিপাকে কখন যে তলিয়ে যাবে সেই ভয়ে সকলে তটস্থ। হক আইয়ের দক্ষতায় কয়েকবার জান নিয়ে বেঁচে গেল যাত্রীরা। শেষ পর্যন্ত, একটা সমতল পাথরের পাশ দিয়ে তরতর করে ভেসে চলল নৌকা।

'আমরা এখন কোথায়?' জানতে চাইল হেওয়ার্ড।

'গ্লেন জলপ্রপাতের নিচে একটা দ্বীপে,' জানাল হক আই। 'আপনারা লোকজনসহ দ্বীপে নামুন। আমি এবং মোহিকানরা লটবহর নিয়ে আসছি।'

সবাই দ্বীপে উঠে পড়লে, হক আই আর চিঙ্গাচগুক মশাল জ্বেলে, লটবহর নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে একটি গুহার দিকে এগোল। গুহাটি একটি সরু সুড়ঙ্গের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে আরেকটি গুহার সঙ্গে। গুহায় প্রবেশ করে সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেলল; আরম্ভ হলো রাতের খাবারের আয়োজন।

'আসুন,' একটা পিপে বার করে পাশে বসা গানের শিক্ষকের উদ্দেশে বলল হক আই। 'বন্ধুত্ব কামনা করে একটু ড্রিঙ্ক করি। আপনার নামটা?'

'ডেভিড গামুট,' গানের মাস্টার জবাব দিল।

'বাহ্, চমৎকার নাম তো। তা কি করেন?'

'ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গান শেখাই।'

'তাই নাকি? তবে রাতের জন্যে একটা গান ধরুন না।'

'হ্যাঁ, যা অভিজ্ঞতা হলো আজ তাতে প্রার্থনা সঙ্গীতই জুতসই হবে,' বলল ডেভিড, নাকের ওপর নেমে আসা আয়রন-রিমের চশমাটা জায়গামত বসাল।

সে পরিচিত একটি স্তোত্রের কয়েকটি স্তবক গাইতে না গাইতেই একে একে যোগ দিল অন্যরা। গুহার প্রতিটি ফাটল, প্রতিটি গর্ত যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল ওদের গমগমে কণ্ঠস্বরে। হক আই পর্যন্ত ফিরে গেল তার শৈশবে, মনে পড়ে গেল এ গান প্রথম যেদিন শুনেছিল সে দিনটির কথা। ক্রমশ মনটা ভিজে যাচ্ছে ওর। উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। কতদিন পর চোখের পানি গড়াল মনে করতে পারল না ও।

খানিকক্ষণের জন্যে সবার মধ্যে উদ্দীপনা দেখা গেল। কিন্তু পরে হেওয়ার্ডের বানিয়ে দেয়া স্যাসাফ্র্যাস শাখার বিছানায় শুয়ে স্বীকার করল কোরা, 'আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারব না, ডানকান। ইরোকুইরা কখন যে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর কে জানে।'

'গুহার ভেতরে কোন ভয় নেই,' আশ্বস্ত করল হেওয়ার্ড। 'তাছাড়া তিন তিনজন ঘাগু লোককে গার্ড হিসেবে পাচ্ছেন।'

বিনা ঘটনায় কাটল রাতটা। হক আই আর দুই মোহিকান সারা রাত জেগে গুহার প্রবেশমুখ পাহারা দিয়েছে। কিন্তু ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ওদের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হলো।

তীর থেকে ভেসে আসছে ইরোকুইদের চিৎকার, চেঁচামেচি। ডেভিড গামুট কারও নিষেধের তোয়াক্কা না করে বাইরে পাথরের ওপর শুয়েছিল; ফলে, ইরোকুইদের রাইফেল সহজেই লক্ষ্যভেদ করল তাকে। হক আই লাফিয়ে পাথরে উঠে পাল্টা গুলি ছোঁড়াতে ইণ্ডিয়ানরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে হটে গেল।

আহত সঙ্গীকে দ্রুত গুহায় বয়ে নিয়ে এল সে আর আনকাস।

'উনি সেরে যাবেন,' মেয়েদের বলল ও, 'ওঁর এই শিক্ষার দরকার ছিল। আপনারা ওঁকে একটু দেখাশোনা করুন!' কথা শেষ করেই কাছের ঝোপটায় ঢুকে পড়ল হক আই, হেওয়ার্ড আর আনকাসের সঙ্গে টহল দিতে যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

'ব্যাটারা বোধহয় ভয়ে পালিয়েছে,' আশান্বিত শোনাল হেওয়ার্ডের গলা।

'আপনি আসলে এদের চেনেন না,' বলল হক আই। 'কমপক্ষে একটা খুলি না নিয়ে ওরা যাবে না। একটা ইণ্ডিয়ানের চোখে পড়া মানে অন্তত চল্লিশ জন আছে তার সঙ্গে। আর আমরা দলে কয়জন তাও জানে ওরা। না, এত সহজে হাল ছাড়বে না। ওরা আমাদের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে।'

পাইন ডাল সরাতেই আঁতকে উঠতে হলো হেওয়ার্ডকে। চারটে মাথা উঁকি মারতে দেখেছে সে, একটা কাঠের গুঁড়ির আড়াল থেকে।

'ওই যে! ওই যে ওরা!'

'ধাওয়া করতে তৈরি হচ্ছে,' বলল হক আই। 'হোক। যেই আমার ওপর হামলা করুক না কেন পটল তুলবে। ওই ফরাসি খচ্চর মন্টকামটা আমাকে কেন যে আক্রমণ করে না!'

ঠিক সে মুহূর্তে, গুপ্তস্থান থেকে কুৎসিত হাঁক ছেড়ে লাফিয়ে বেরোল চার চারটে বর্বর। হেওয়ার্ড জীবনেও এমন কদর্য চিৎকার শোনেনি। হক আই সামনের লোকটাকে চোখের পলকে ঘায়েল করে দিল।

'আনকাস!' চেঁচিয়ে উঠল হক আই, ছুরি বার করেছে এক টানে। 'এসো, বাকিগুলোকে খতম করি।'

নির্দেশ পালনে দ্বিরুক্তি করল না আনকাস। ওর ছোরা খেয়ে লুটিয়ে পড়ল একজন ইরোকুই।

হক আই আচমকা একজন দৈত্যাকৃতি ইণ্ডিয়ানের মুখোমুখি পড়ে গেল। পরস্পরের ছুরির দখল নিতে দীর্ঘক্ষণ যুঝল দু'জনে। শেষমেশ, হক আইয়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না ইণ্ডিয়ান। ওর হৃৎপিণ্ডের গভীরে সেঁধিয়ে গেছে শত্রুর ছোরা।

ওদিকে, আরেকজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে তখন লড়ছে হেওয়ার্ড। পাহাড় চূড়ো থেকে কে কাকে ফেলবে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। প্রতিপদে কিনারায় চলে যাচ্ছে দু'জনে, জরিপ করছে পরস্পরকে; হঠাৎ হাসি ফুটল বর্বরটার বিশ্রী মুখে। একজোড়া কঠিন হাতে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরেছে হেওয়ার্ডের কণ্ঠনালী। পাহাড়ের শেষ প্রান্তে জীবন বাঁচাতে মরণপণ লড়ে যাচ্ছে মেজর। নিচে নদীর ঘূর্ণিপাক।

চার

পাথুরে কিনারে বিপজ্জনকভাবে দুলছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, এই সময় ধেয়ে এল

www.BanglaBook.org

আনকাস। ছুরির পোঁচে চিরে দিল ইরোকুইটার কব্জি। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে মরণ চিৎকার ছেড়ে পাহাড় থেকে টলে পড়ে গেল লোকটা, আলিঙ্গন করল মৃত্যুকে। আনকাস ততক্ষণে হেওয়ার্ডকে সরিয়ে নিয়েছে নিরাপদ স্থানে।

'আনকাস, তুমি আমার জীবন বাঁচালে,' সামলে নিয়ে বলল মেজর। 'আমি তোমার প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।'

মোহিকান যুবক এবং মেজর নীরবে করমর্দন করে তাদের গড়ে ওঠা বন্ধুত্বকে পুনরায় স্বীকৃতি দিল।

'এসব এলাকায় বন্ধুর জীবন বাঁচানো ফরজ,' বলল হক আই। 'আনকাস কম করে হলেও পাঁচবার আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়েছে, শুধু তাই না···

ওর বক্তব্য বাধাপ্রাপ্ত হলো জংলীদের রণহুঙ্কারে।

'আনকাস, জলদি যাও,' প্রায় চেঁচিয়ে বলল হক আই। 'আমার গান পাউডার ফুরিয়ে গেছে। ক্যানু থেকে আনতে হবে।'

তীরের দিকে তীরবেগে ছুটল যুবকটি। মুহূর্ত কয়েক বাদে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল ও। গুহা ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল দু' বোন, অন্যরাও ধেয়ে যাচ্ছে পাড়ের উদ্দেশে। ওদের ক্যানুটার দখল নিয়েছে একটা ইরোকুই, তীব্র স্রোতের দিকে ভেসে যাচ্ছে ওটা। ধূর্ত চোর শূন্যে হাত নেড়ে বিজয় চিৎকার করল।

'বড় দেরি হয়ে গেছে,' তিক্ত স্বরে বলল হক আই, খালি রাইফেলের দিকে চোখ।

'এখন কি হবে?' জানতে চাইল ডানকান, 'পাউডার হাতছাড়া, নৌকাটা গেল—শত্রুরা ফিরে আসবেই।'

'আমরা লড়ে মরব,' দৃপ্ত কণ্ঠে বলল হক আই।

কোরা এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিল, এবার সামনে এগোল।

'মরবেন কেন!' বলল কঠোর কণ্ঠে। 'পুরুষরা চলে যান, ইরোকুইদের নজর এড়িয়ে। আপনারা আমাদের জন্যে যা করেছেন সে ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়। আমাদের সঙ্গে থাকলে মারা পড়বেন।'

'ইরোকুইরা আমাদের পালাতে দেবে কেন?' বলল হক আই। 'তবে একটা উপায় আছে, একটাই—নদী!'

'তবে আপনারা নিজেদের ব্যবস্থা করুন,' বলল কোরা, 'এখানে থেকে খুন হবেন কেন?'

'না!' বজ্রগম্ভীর স্বরে গর্জে উঠল হক আই। 'আমার বিবেক বলে কিছু নেই? আপনাদের ফেলে গেলে মানরো সাহেবের কাছে মুখ দেখাব কিভাবে?'

'তাহলে আমাদের উদ্ধার করতে বাবাকে পাঠান। ওটাই বাঁচার একমাত্র রাস্তা।'

হক আই কোরার কথাগুলো কিছুক্ষণ ভেবে দেখল।

www.BanglaBook.org

'আনকাস! চিঙ্গাচুক! মেয়েটার কথা শুনেছ?' চেঁচিয়ে বলল। 'বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কি বলো?'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল চিঙ্গাচুক। তারপর বলা নেই কওয়া নেই এক পা আগে বেড়ে নিঃসাড়ে ঝাঁপ দিল পানিতে।

'আপনি বুদ্ধিমতীর মত কথা বলেছেন,' কোরাকে বলল হক আই। 'বিশ্বাস রাখুন আমাদের মিশন সফল হবেই। কিন্তু যদি ধরা পড়েই যান, ঝোপের ডাল ভাঙতে ভাঙতে যাবেন; জানবেন একজন বন্ধু আপনাদের উদ্ধার করতে প্রয়োজনে দুনিয়ার শেষ মাথা পর্যন্ত যাবে।'

একপাশে রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, হাডসন নদীর ঝাপসা অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ল হক আই আর আনকাস। মুহূর্ত পরে উতরাইয়ের কাছে মাথা তুলল ওরা।

'আপনিও ওদের সঙ্গে যান,' কাঁপা গলায় ডানকানকে বলল কোরা।

'আমার ওপর এই আপনার বিশ্বাস?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল মেজর হেওয়ার্ড।

'আপনি একা কীইবা করতে পারবেন!' বলল ও। 'বরঞ্চ ওদের সঙ্গে গেলে দলভারী হবে। আমাদের মৃত্যু ছাড়া গতি নেই।'

'মৃত্যুর চেয়েও যে কষ্টের ব্যাপার থাকতে পারে তা জানেন?' আবেগ ঝরে পড়ল মেজরের কণ্ঠে। সামনে দাঁড়ানো অ্যালিসের দিকে পরিপূর্ণ চোখে চাইল। 'আপনাদের ছেড়ে গেলে সেই কষ্টটাই আমাকে কুরে কুরে খাবে। যদি বাঁচি একসঙ্গে বাঁচব, মরলেও একসঙ্গে।'

একথা বলে অ্যালিসের শালটা মুড়িয়ে দিল ওর কাঁধে, তারপর মেয়েদের নিয়ে গুহায় ফিরে গেল।

পূর্ণ নেতৃত্ব ফিরে পেয়ে সঙ্গীদের যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগল মেজর, বোঝাল উদ্ধারপ্রাপ্তি কেবল সময়ের ব্যাপার।

ডেভিড গামুটের পাশে জড়াজড়ি করে বসে রয়েছে দু' কোন। মেজর স্যাসাফ্রাসে ডাল-পালা দিয়ে গুহামুখ বোজার কাজে ব্যস্ত। কাজ হয়ে গেলে পিস্তল হাতে ঘরের মধ্যখানে বসে রইল, উৎকর্ণ।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। তীক্ষ্ণ চিৎকারটা গুহায় ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড একলাফে গলায় উঠে এল মেজরের। কোনকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল অ্যালিস। 'আর রক্ষা নেই!'

'এখনই হাল ছাড়বেন না,' শান্তস্বরে বলল হেওয়ার্ড। 'ওরা দ্বীপের মাঝখান থেকে চিল্লাচিল্লি করছে। আমাদের অবস্থান এখনও জানে না। কাজেই আশা হারানোর কিছু নেই।'

কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে কি হয়নি চারধারে চিৎকার-চেঁচামেচি ছড়িয়ে

www.BanglaBook.org

পড়ল। নদী তীরবর্তী জংলীদের শোরগোলের জবাব দিচ্ছে গুহার উপরিভাগে অবস্থানরত বর্বর গোষ্ঠী। পাশের গুহাটায় দলে দলে ঢোকার সময়েও গর্জাচ্ছে কয়েকজন।

এতসব গোলমালের মধ্যে, পাহাড়ের পাদদেশে, গুহার গুপ্ত প্রবেশপথের কাছ থেকে বিজয়োল্লাস শোনা গেল। চকিতে হেওয়ার্ডের ধারণা হলো তারা ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করল হক আইয়ের রাইফেল আবিষ্কারের কারণেই এত উত্তেজনা।

'লা লং ক্যারাবাইন!' বারবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে জংলীরা, যেন রাইফেল নয় গুটার মালিকের খুলি ওদের হাতে এসে গেছে।

'কি বলছে ওরা?' জানতে চাইল ফোরা।

'লং রাইফেল,' বলল হেওয়ার্ড, ফরাসি বোঝে ও। 'হক আইকে ওনামে চেনে ওরা। রাইফেল পেয়েছে, ওকে পায়নি। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে। বুঝে গেছে ও গা ঢাকা দিয়েছে।'

অসভ্যরা বিখ্যাত স্কাউটটিকে তখনও তন্নতন্ন করে খুঁজছে, ডাল-পাতা আর ভগ্নস্তূপ সরিয়ে। দুটো গুহার সংযোগস্থাপনকারী ছোট্ট সুরঙ্গটা নজর এড়িয়ে গেল ওদের, কারণ মেয়েরা পাতা আর ডাল দিয়ে ওখানে উঁচু করে একটা বিছানা মতন বানিয়েছিল। হক আই আর তার দলবলকে পাওয়া যাবে না নিশ্চিত হয়ে খাড়া খাঁদ বেয়ে নেমে গেল জংলীরা।

'চলে গেছে,' স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলল মেজর।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল অ্যালিস। এবং বলামাত্র হাঁ হয়ে গেল, ঢলে পড়ল আতঙ্কে।

হেওয়ার্ড ঘুরে গুহার ছাদের একটা ফোকরে চোখ রাখল। সে রেনার্ড সাবটিলের অক্ষত শরীরটা দেখতে পেল। মেজর সাঁত করে মাথা নামিয়ে নিল, মনে আশা ইণ্ডিয়ানটির দু'চোখ আঁধারে সয়নি বলে হয়তো এযাত্রা পার পেয়ে যাবে। কিন্তু তা হবার নয়। বদমাশ গাইডটার চোখ ফাঁকি দিতে পারল না ওরা।

বিশ্বাসঘাতক লোকটার হিংস্র দৃষ্টি ক্ষুব্ধ করে তুলল হেওয়ার্ডকে। রাগের মাথায় ফোকর দিয়ে গুলি করে বসল সে। কিন্তু রেনার্ডকে লাগায় কার সাধ্য! সে সঙ্গোপনে গুহার গা ঘেঁষে নেমে গেল, তারপর হেঁড়ে গলায় চেঁচামেচি করে সঙ্গীদের উঠে আসতে নির্দেশ দিল।

একটু পরেই গুহামুখের দুর্বল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেল। চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে লাল মানুষরা। হেওয়ার্ড, গামুট আর মেয়ে দুটিকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে যাওয়া হলো। বিজয় গর্বে গরীয়ান ইরোকুইরা ঘিরে ফেলল বন্দীদের।

www.BanglaBook.org

পাঁচ

শিশুসুলভ বিস্ময়ে ঘেরাওকৃত বন্দীদের লক্ষ করছে যোদ্ধারা। ডেভিডের নাক থেকে আয়রন-রিমের চশমাটা তুলে নিয়েছে, কৌতূহলী চোখে জনে জনে ওর প্রার্থনা সঙ্গীতের বইটার পাতা উল্টে-পাল্টে দেখছে। ওর পরনের আকাশী-নীল কোটটাতে, হেওয়ার্ডের ইউনিফর্মে, মেয়েদের কুঁচকানো পোশাকে আঙুল বুলাচ্ছে। অ্যালিসের লম্বা সোনালী চুলগুলোও নিস্তার পাচ্ছে না ওদের উদগ্র আগ্রহ থেকে।

'লা লং ক্যারাবাইন,' সাদা মানুষদের চারপাশ থেকে ক্ষণে ক্ষণে গর্জে উঠছে ওরা।

'কি চাও তোমরা?' রেনার্ডকে প্রশ্ন করল হেওয়ার্ড, অতিকষ্টে ঘৃণা দমন করছে বেঈমান লোকটার প্রতি।

'যে শিকারী জঙ্গলের পথ চেনে,' বলল রেনার্ড, 'আর আমাকে গুলি করেছিল লম্বা রাইফেল দিয়ে, তাকে চাই।' কাঁধের ক্ষতে লাগানো পাতার ব্যাণ্ডেজে হাত রাখল। 'ওকে না পেলে যারা ওকে লুকিয়ে রেখেছে তাদের খতম করব।'

'হক আই আর মোহিকানরা চলে গেছে,' সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল হেওয়ার্ড।

হক আই পালিয়েছে শুনে বর্বরগুলো উন্মত্ত হয়ে উঠল। বন্দীদের পিঠমোড়া করে বেঁধে তীরের দিকে ঠেলেঠুলে নিয়ে গেল। ঝোপে অপেক্ষারত ক'টা ঘোড়ায় তুলে দিল ওদেরকে।

অবস্থা বেগতিক বুঝে লে রেনার্ডকে তেল দেয়ার চেষ্টা করল হেওয়ার্ড।

'তুমি এতবড় নেতা বুঝতেই পারিনি,' ওর পাশে চলতে চলতে বলল। 'তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের তো বোঝা উচিত মেয়ে দুটোকে ফোর্ট উইলিয়াম হেনরীতে নিরাপদে পৌঁছে দেয়াটা কত জরুরী। ওদের বাবা মেয়েদের ফেরত পেলে ব্যাগকে ব্যাগ সোনা, মিহি পাউডার আর প্রচুর লং রাইফেল দেবেন। একজন সামান্য স্কাউটের জীবনের চেয়ে সেগুলোর দাম অনেক বেশি না?'

'বাখোয়াজ বন্ধ করেন,' খেঁকিয়ে উঠল লে রেনার্ড। 'কি করব সেটা দেখতেই পাবেন।'

নিঃসাড়ে দক্ষিণমুখো এগোল ওরা, দুর্গের উল্টোদিকের একটা রাস্তা ধরে।

কাঠফাটা রোদে কয়েক ঘণ্টা ভ্রমণের পর জিরিয়ে নিতে কাফেলা থামাল লে রেনার্ড। একাকী বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৯

শেষপর্যন্ত গাছের গুঁড়িতে বসে থাকা কোরার কাছে হেঁটে গেল।

'আমি মানরোর মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল ও।

'কি কথা?' প্রশ্ন করল মেয়েটি, জানে ওর উপস্থিত বুদ্ধি হয়তো সব ক'জনের জীবন বাঁচাতে পারে।

'শোনেন,' বলল ইণ্ডিয়ান, 'একসময় গ্রেট লেকসের ইরোকুই সর্দার ছিলাম আমি। ফ্রাঙ্কাসেমুখোরা আমার জঙ্গলে এসে মদ ধরানোর আগে পর্যন্ত সুখেই ছিলাম। ওদের পাগলা পানি খেয়ে আমি শয়তান হয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, ও ব্যাপারে কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে।'

'আপনার বাবাই যে আমার দুর্গতির জন্যে দায়ী তা জানেন? উনি আইন চালু করলেন মদ খেয়ে যে লালমানুষ সাদা চামড়াদের কেবিন তছনছ করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। উনি আমাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কুকুরের মত চাবকেছেন।'

'উনি অন্যায়ের বিচার করেছেন শুধু!'

'এটা একটা বিচার হলো? সে সময় আমার মাথার ঠিক ছিল না। কি করতে কি করেছি। কিন্তু ওই অপমান আমি জীবনে ভুলব না।'

'আমার বাবা ভুল করে থাকলে তাঁকে শিখিয়ে দিন একজন ইণ্ডিয়ান কেমন ক্ষমাশীল হতে পারে—আমাদের পৌঁছে দিন তাঁর দুর্গে। উনি সোনায় মুড়ে দেবেন আপনাকে।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল লে রেনার্ড, প্রবল বেগে দু'পাশে মাথা নাড়ছে। 'আমি সোনা চাই না, প্রতিশোধ চাই!'

'তবে আমার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ুন,' অনুনয় করে বলল কোরা। 'অন্যদের যেতে দিন।'

সুন্দরীর মায়াবী চোখে চোখ রাখল লে রেনার্ড।

'আপনার সব কথা সই, যদি আপনি আমার কুটিরে চিরদিনের জন্যে চলে আসেন।'

ঘেন্নায় গা রি রি করে উঠলেও রাগ সংবরণ করে জবাব দিল কোরা, 'ভিন জাতের মেয়েকে বিয়ে করে কখনোই সুখী হতে পারবেন না। তারচেয়ে আমার বাবার কাছ থেকে সোনা বকশিশ নিয়ে কোন ইরোকুই মেয়েকে ঘরে তুলুন।'

'না,' গর্জে উঠল লে রেনার্ড, 'আমি চাই মানরোর মেয়েকে—প্রতিশোধ নিতে চাই।'

'শয়তান!' আর্তচিৎকার করল কোরা। 'দানব ছাড়া এমন প্রতিশোধের কথা কেউ ভাবতে পারে না!'

কমরেডদের পাশে ডেকে কোরার ঔদ্ধত্যের জবাব দিল লে রেনার্ড।

'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!' ঘড়ঘড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে ও। আতঙ্কিত বন্দীদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাছের সঙ্গে বাঁধা হলো, পাইনের লম্বা লম্বা ছেঁড়া পাতা কেটে বসল ওদের মাংসে।

'এবার, সুন্দরী?' গাছের গায়ে আটক অসহায় কোরাকে বিদ্রূপ করে জিজ্ঞেস করল লে রেনার্ড। 'আমার বালিশে মাথা রাখতে তোমার এত আপত্তি, কিন্তু অত সুন্দর মুণ্ডুটা যখন মাটিতে গড়াবে তখন কেমন লাগবে?' ওর দিকে চেয়ে ভেংচি কাটল। 'এখনও সময় আছে। আমার কথা মানলে সবাই ছাড়া পাবে।'

'কি বলছে ও?' জানতে চাইল অ্যালিস।

'বলছে আমি ওকে বিয়ে করলে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দেবে।' ফুঁপিয়ে উঠে বলল কোরা, 'তোমরাই বলে দাও আমি এখন কি করব।'

'ওর কথা কিছুতেই শুনবেন না,' কঠোর গলায় বলল হেওয়ার্ড। 'মরলে মরব তবু এমন প্রস্তাবে আপনাকে রাজি হতে দেব না।'

'হেওয়ার্ড ঠিকই বলেছে,' বলল অ্যালিস, চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে।

'তবে মরো তোমরা!' গর্জে উঠল লে রেনার্ড, অ্যালিসের দিকে সজোরে টমাহক ছুঁড়ে দিল। ওর মাথার ঠিক ওপরে গাছের গায়ে বিঁধে রইল ওটা। 'মরবে! মানরোর মেয়েরা মরবে! সূর্য ডোবার আগেই পরপারে যাবে তোমরা!'

ছয়

বন্দিনী দুই বোনের দুরবস্থা দেখে আগুন ধরে গেল হেওয়ার্ডের মাথায়। ক্রুদ্ধ ঝটকায় বাঁধন খুলে মেয়েদের ওপর আক্রমণোদ্যত ইণ্ডিয়ানটির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও।

দু'জনে গুটোপুটি করে পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু একটু পরেই ইরোকুইটা পেড়ে ফেলল মেজরকে, চেপে বসেছে বুকের ওপর। মাথার কাছে একটা ছোরা ঝিকিয়ে উঠতে দেখল হেওয়ার্ড। তারপর আচমকা গাছ-পালার ওপাশ থেকে রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল। ধপাস করে মেজরের পাশে শুয়ে পড়ল ইণ্ডিয়ানটির প্রাণহীন দেহ।

'লা লং ক্যারাবাইন!' ইরোকুইরা চেঁচিয়ে উঠতেই ঝোপের আড়াল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল হক আই আর দুই মোহিকান। আঘাতের পর আঘাতে পর্যুদস্ত চারজন লালমানুষ পাইন গাছের গোড়ায় নিস্পন্দ পড়ে রইল।

ওদিকে, একজন ইরোকুই কোরার বাঁধন কেটে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে গলায় ছুরি বসাতে যাবে,

www.BanglaBook.org

এসময় অসভ্যটার ওপর লাফিয়ে পড়ল আনকাস। ওর ছোরা আশ্রয় নিল ইরোকুইটার হৃৎপিণ্ডে।

চিঙ্গাচুক আর লে রেনার্ড নিজেদের মধ্যে ভয়ানক লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে রেনার্ড, মোহিকান মরণ আঘাত হানতে যাবে এক গড়ান দিয়ে সরে গেল ধূর্ত লোকটা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ছোঁ দৌড়ে ঝুপসি গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল।

'ওকে ছাড়া কোরো না,' বলল হক আই। 'ওর জারিজুরি শেষ। ফরাসি বন্ধুরা কাছে নেই, সঙ্গে রাইফেলও নেই। এখন দাঁতভাঙা সাপের মতন নির্বিষ ও।'

'হ্যাঁ, পালাক ও,' মিনতি করল অ্যালিস। 'আমরা নিরাপদ আছি সেটাই আসল। হক আই, আপনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'হ্যাঁ,' যোগ করল মেজর, 'আপনার জন্যেই এ যাত্রা প্রাণে বেঁচেছি। তা, নদীতে লাফ দেয়ার পর কি কি হলো একটু বলুন না শুনি।'

'দুর্গে যেতে সময় লাগবে বলে নদীর পাড়ে লুকিয়ে ছিলাম আমরা। আপনারা ধরা পড়লেন, জঙ্গলে ঢুকালেন সবই দেখেছি।'

'কপাল ভাল যে আমাদের খুঁজে পেয়েছেন,' বলল ডেভিড গামুট। 'কারণ দুটো দল দু'দিকে যাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণের জন্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। শেষ পর্যন্ত মেয়েদের একটা গ্লাভস আর ভাঙা ঝোপ-ঝাড় আনকাসের নজরে পড়ায় এখানে হাজির হতে পেরেছি। আমার মনে হয়, আমাদের এখন ফোর্ট উইলিয়ামের রাস্তা ধরা উচিত।'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল হেওয়ার্ড, হাততালি দিয়ে দলটাকে ডাকল। 'সূর্য ঢলে পড়েছে।'

ইরোকুইদের ঘোড়ায় চেপে বসল অভিযাত্রীরা, সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা যাত্রার পর একজোড়া গায়ে গা লাগানো চেস্টনাট গাছের কাছে দলটাকে থামাল হক আই।

'রাতটা এখানেই কাটাব,' বলল ও, গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে উঁকি দেয়া সৈনিকদের একটা পুরানো ঘাটির দিকে আঙুল দেখাল। ভগ্নপ্রায় ব্লকহাউজটার ছাদ ধসে পড়েছে, দাঁড়িয়ে আছে কেবল তিনটি দেয়াল।

হক আই আর দুই মোহিকান ধ্বংসস্তূপটা পরম কৌতূহলে পরীক্ষা করে দেখতে গেল। চিঙ্গাচুক জানাল, বহু বছর আগে মোহিকান আর মোহকদের মধ্যে এখানে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল।

হক আই আর মোহিকানরা ডাল-পাতা সরাতে একটা স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা বেরিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হক আই আনকাসকে নিয়ে ঢাকা দিল ছাদ, ঝোপ-ঝাড় ফেলে। এক কোণে শুকনো পাতার বিছানা তৈরি করল দু'বোনের জন্যে।

হেওয়ার্ড কারও বারণ শুনল না। ভোর রাত পর্যন্ত পাহারা দিল ঘাঁটি। ঠায় বসে থেকে গাছ-পালার ফোকর দিয়ে তারা দেখেছে সারা রাত। উইপ পুর উইল পাখির সঙ্গে প্যাঁচার ডাক মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে ঘুমে ঢলে পড়েছে ও। বেশিক্ষণ অবশ্য ঘুমোয়নি। কাঁধে টোকা খেয়ে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসেছে।

'কে যায়?' লাফিয়ে উঠে তলোয়ারে হাত বাড়াল ও। 'কথা বলুন! কে আপনি, বন্ধু নাকি শত্রু?'

'বন্ধু,' নিচু গলায় বলল চিঙ্গাচুক। 'চাঁদ উঠেছে, যেতে হবে বহুদূর। এখনই রওনা দেয়ার সময়, ফরাসিরা এ সময় ঘুমাতে যায়।'

'ঠিক বলেছেন। আমি সবাইকে ডেকে দিচ্ছি।'

চাঁদের আলোয় লেক জর্জের দিকে এগোল দলটি। রাতের আশ্রয়স্থলটির দিকে পিছু ফিরে একবার চেয়েছে কি চায়নি। ঘণ্টা খানেক পরে পর্বতসারির চূড়ো নজরে এল।

'দুর্গ কতদূর?' ডেভিড গামুট প্রশ্ন করল।

'বহুদূর,' জানাল হক আই। 'দুর্গের চারপাশে পরিখা খুঁড়েছে ফরাসিরা। ফাঁক গলে পার হওয়া সহজ হবে না। রাতের আঁধারে যে ঘাপটি মারব সে সময়ও হাতে নেই।'

'তবে আপনি কিভাবে এগোতে চান?' হেওয়ার্ডের প্রশ্ন।

'একটাই মাত্র রাস্তা আছে,' বলল হক আই। 'পশ্চিমের পাহাড় বেয়ে উঠে ঘুরপথে দুর্গের পাশে তীরে নেমে যাব। ফরাসি গার্ডদের চোখে ধুলো দিতে হবে। এখন ঈশ্বর ভরসা। আসুন, এগোই!'

উপত্যকাটাকে আড়াআড়িভাবে পাশ কাটিয়ে, পাথুরে জমি পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছল ওরা। ধীর অথচ নিশ্চিত পায়ে খাড়া চড়াই বেয়ে উঠে এল পর্বতশীর্ষে। সবাই জড়ো হলে দেখল পুবাকাশে লালের ছিটে লাগছে।

যে পাহাড়টিতে ওরা দাঁড়িয়ে সেটি কানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত। নিচে আলো পড়ে চিকমিক করছে লেক জর্জের পানি, হ্রদের পশ্চিম তীরে ফোর্ট উইলিয়াম হেনরী। মন্টকামের তাঁবু থেকে ধোঁয়া উড়ছে, দশ হাজার ফরাসি সৈন্য অপেক্ষারত ওখানে; আক্রমণ করবে মানরোর বাহিনীকে। দিনের প্রথম কামান-গর্জন কাঁপিয়ে দিল উপত্যকা আর পাহাড়গুলোকে।

'উইলিয়াম হেনরীর দিকে গোলা দেগেছে,' বলল হক আই। 'ওই দেখুন! লেক থেকে কুয়াশা উঠছে। চমৎকার আড়াল পাওয়া যাবে। আপনারা রেডি

www.BanglaBook.org

থাকলে পা বাড়াতে পারি।'

'আমরা রেডি,' সবার হয়ে বলল কোরা।'

'আপনার মতন দুঃসাহসী হাজার খানেক মানুষ যদি আমার হাতে থাকত!' বলে ঢাল বেয়ে নামার নেতৃত্ব দিল হক আই।

ওরা দুর্গের প্রবেশপথের বাইরে আহূত জঙ্গলের দিকে এগোতে, হ্রদ থেকে উঠে আসা কুয়াশা পাক খেতে লাগল ওদেরকে ঘিরে।

'কুই ভলা?' কুহেলীর আড়াল থেকে বলে উঠল কে যেন; 'কে যায়?'

'ওটা আবার কে?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড গামুট।

জবাব দেয়ার উপায় নেই। আরও ডজন খানেক ফরাসি কণ্ঠ একই প্রশ্ন উত্থাপন করল। এদের চারধারে গর্জে উঠল গাদা বন্দুক, শোনা গেল আগে বাড়ার নির্দেশ।

'কোরা! অ্যালিস! আমার কাছে কাছে থাকুন!' চেঁচাল মেজর। কিন্তু ঘন কুয়াশায় দু'বোনের পাত্তা পাওয়া গেল না। ওদিকে, আতঙ্কিত দলটির দিকে এগিয়ে আসছে গোটা ফরাসি সেনাবাহিনী!

সাত

হঠাৎ গমগম করে উঠল একটি কণ্ঠস্বর।

'স্ট্যাণ্ড ফার্ম, মেন। শত্রুদের না দেখে গুলি কোরো না।'

'বাবা! বাবা!' কুহেলিকা থেকে শোনা গেল চিৎকার। 'আমি অ্যালিস, বাবা। এই যে এখানে। আমাদের বাঁচাও।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' জবাব দিলেন কর্নেল মানরো। 'আমার বাচ্চারা সুস্থ আছে!' লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরে বললেন, 'শিগগির গোলাগুলি বন্ধ করো, নইলে আমার মেয়েরা মারা পড়বে। গেট খোলো, বাইরে গিয়ে ফরাসি কুত্তাগুলোকে জুতিয়ে তাড়াব।'

মরচে ধরা কব্জা ক্যাঁচকোঁচ করতে শুনল হেওয়ার্ড, তারপর হাট করে খুলে গেল দুর্গের গেট। সৈন্যদের একটা লম্বা সারি ফরাসিদের হামলা মোকাবিলা করতে বেরিয়ে এল পিলপিল করে। কুয়াশা সরে যেতেই উৎসবমুখর হয়ে উঠল পরিবেশ। দেখা গেল হটে গেছে শত্রুপক্ষ। বাপের বুকে আশ্রয় নিল দু'বোন। মিলনের আনন্দে অশ্রু গড়াচ্ছে তিনজনেরই।

'চানকান, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ,' বললেন কর্নেল মানরো, ঝাঁকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিলেন ওর হাত। 'আপনার জন্যেই এত বিপদ মাথায় নিয়েও নিরাপদে পৌঁছতে পেরেছে আমার মেয়েরা।'

'এজন্যে আমাকে নয়, হক আই আর এই দু'জন মোহিকানকে ধন্যবাদ দিন,' বলল হেওয়ার্ড। 'কয়েকবার আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে ওরা—একবার দু'বার নয়।'

'আপনারা দয়া করে দুর্গে আসুন,' আমন্ত্রণ জানালেন কর্নেল। 'নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে?'

ক'দিন বেশ সুখেই কটিল। কিন্তু ওরা দুর্গের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে বুঝতে পারল কর্নেল মানরোর মনে শান্তি নেই। ওর অন্তত অর্ধেক কামান অকেজো, দেয়ালের সর্বত্র ফাটল ধরেছে, খাদ্য সরবরাহ হ্রাস পাচ্ছে। সংখ্যায় নিদারুণভাবে কম হলেও ইংরেজরা লড়ছে বীরের মতন। কিন্তু তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। দুর্গবাসীরা প্রতিদিনই আশা করে আজ বুঝি বাড়তি সৈন্য এসে পড়বে।

পঞ্চম দিনেও যখন সেনাবাহিনীর দেখা নেই তখন সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হলো। মেজর হেওয়ার্ড জেনারেল মন্টকামের সঙ্গে দেখা করলে তিনি মানরোর জন্যে একটা খবর পাঠালেন।

হেওয়ার্ড দুর্গে ফিরে দেখে কর্নেল মানরো তাঁর কোয়ার্টারে একা। ভদ্রলোক দেখতে পাননি ওকে, পায়চারি করছেন: আত্মমগ্ন।

'মন্টকাম একটা মেসেজ পাঠিয়েছে স্যার,' বলল হেওয়ার্ড।

'ব্যাটা জাহান্নামে যাক!' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল। 'ওর মেসেজের আমি নিকুচি করি। যাকগে, তারচেয়ে জরুরী আলাপ আছে আপনার সঙ্গে। আপনি বোধহয় কোরাকে...'

'স্যার,' বলল হেওয়ার্ড, 'কোরাকে নয়, আমি অ্যালিসকে বিয়ে করতে চাই।'

আবার পায়চারি করতে লাগলেন কর্নেল। ক'মিনিট পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরলেন।

'আমাদের পরিবার সম্পর্কে আপনাকে কিছু কথা জানানো দরকার।

দু'জনে দু'টি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণের জন্যে ফরাসি-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের আর মন্টকামের বার্তার কথা বেমালুম ভুলে গেল ওরা।

'বহুদিন আগে স্কটল্যাণ্ডে,' বলছেন মানরো, 'আমি অ্যালিস গ্রাহাম নামে একটা মেয়েকে ভালবাসতাম। কিন্তু আমি নিঃস্ব ছিলাম বলে ওর বাবা আমাদের বিয়েটা হতে দেয়নি। মনের দুঃখে চলে গেলাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, ভাগ্যান্বেষণে। ওখানে কোরাকে বিয়ে করলাম। ও ক্রীতদাস বংশের মেয়ে হলেও অসম্ভব

www.BanglaBook.org

ভালবাসতাম ওকে। কোরার জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই মারা যায় ও। মেয়েকে নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে দেখি আমার জন্যে অনেকগুলো বছর অপেক্ষা করে রয়েছে অ্যালিস।

'ওকে ফেরাতে পারলাম না, বিয়ে করলাম। কিন্তু অ্যালিসের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল বেচারী।' দরদর করে অশ্রু গড়াচ্ছে ভদ্রলোকের গাল বেয়ে। শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে মিলিটারী মেজাজে বললেন, এখন বলুন শুনি মন্টকাম কি চায়।'

'সে যত শিগগির সম্ভব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়,' জানাল হেওয়ার্ড

'তবে ব্যবস্থা করে ফেলুন, মাই বয়,' ছেড়ে কিল মেরে বললেন কর্নেল।

ক'ঘণ্টা পরে, দুই সেনাবাহিনী প্রধান ঘোড়ায় চেপে একটা ফাঁকা মাঠে গেলেন, সঙ্গে একজন করে সৈন্য: যুদ্ধ বিরতির পতাকা বহনের জন্যে। ফরাসি প্রধানের চারপাশ ঘিরে রেখেছে বিভিন্ন গোত্রের ইরোকুই নেতারা। ওদের মধ্যে সে রেনার্ডের মুখ দেখতে পেয়ে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল হেওয়ার্ডের। দু'জনের চোখাচোখি হতে ভিড়ে মিশে গেল বর্বরটা।

উচ্চতর পদমর্যাদার কারণে জেনারেল মন্টকাম প্রথমে মুখ খুললেন।

'মঁসিয়ে, আমার ক্যাম্প পরিদর্শন করলেই বুঝতে পারবেন অতবড় সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।'

'জেনারেল ওয়েব ট্রুপ পাঠাচ্ছেন,' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন কর্নেল।

'ওসব কথার কথা। এই চিঠিটা গায়েব করেছিলাম আমরা। নিজেই পড়ে দেখুন।'

কাগজটা প্রায় কেড়ে নিলেন কর্নেল, পড়তে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'ওয়েব আমাকে ঠকিয়েছে!' তিক্ত কণ্ঠে বললেন। 'গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়েছে। এতদিনে বলে কিনা লোক পাঠাতে পারব না। সারেণ্ডার করো।'

'না!' গর্জে উঠল হেওয়ার্ড। 'আমরা এখনও দুর্গটার মালিক। আসুন ফিরে যাই। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়াই করব।'

'দাঁড়ান,' চড়া গলায় বললেন মন্টকাম। 'আমার শর্তগুলো এখনও বলা হয়নি। হারা যুদ্ধের জন্যে অযথা জানের ঝুঁকি নেবেন কেন? আমি আপনাদের সম্মানজনক সারেণ্ডারের সুযোগ দেব। আপনাদের ফ্ল্যাগ, অস্ত্রশস্ত্র, জীবন—সবই সহি সালামতে থাকবে। কাল ভোরের মধ্যে দুর্গটা ছেড়ে দিন, আমাকে ওটার দখল নিতে হবে।'

কর্নেল মনরো নির্নিষ্টচিত্তে পুরো ব্যাপারটা উপলব্ধি করে শেষ পর্যন্ত হেওয়ার্ডকে আত্মসমর্পণের চুক্তি তৈরি করতে বললেন :

www.BanglaBook.org

'বুড়ো বয়সে দুটো জিনিস তাজ্জব করল আমাকে,' করুণ শোনাল মানরোর কণ্ঠ। 'ওয়েবের মতন লোক বন্ধুকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও পিছিয়ে গেল—আর একজন নির্ভীক ফরাসি সুযোগ পেয়েও শত্রুদের ছেড়ে দিলেন।' ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ভগ্নহৃদয়ে দুর্গের উদ্দেশে রওনা হলেন ভদ্রলোক।

সে রাতে দুটো ক্যাম্পেই নৈঃশব্দ বিরাজ করল। ভোরের পূর্ব মুহূর্তে, চুপিসারে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন মন্টকাম, কাঁধের ওপর হেলাভরে ফেলে দিলেন আলখাল্লা—খানিকটা ছদ্মবেশও হবে, ঠাণ্ডা বাতাসের ছোবল থেকেও বাঁচবেন। গার্ডের স্যালুট গ্রহণ করে শশব্যস্তে উইলিয়াম হেনরীর দিকে পা বাড়ালেন।

সমস্ত ফরাসি সান্ত্রীদের সঙ্কেত শব্দ শুনিয়ে হ্রদের তীরবর্তী দুর্গপাশে চলে এলেন; একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দুর্গের গাঢ় ছায়া লক্ষ করলেন। ইংরেজদের কাছ থেকে অতর্কিত হামলার কোন সম্ভাবনা নেই নিশ্চিত হয়ে ফেরার জন্যে ঘুরলেন। হঠাৎ, কেল্লার টিবির কোণে দেখা গেল কর্নেলকে; হ্রদের স্বচ্ছ পানিতে ভোরের আগমন অবলোকন করছেন তিনি।

দেখা দেবেন না বলে সন্তর্পণে সরে যেতে লাগলেন ফরাসি জেনারেল। কিন্তু ফিরতেই হ্রদে একটা অদ্ভুত ধরনের নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। একটা ভুতুড়ে শরীর পানি থেকে উঠে মন্টকাম যেখানে লুকিয়ে আছেন তার পাশ দিয়ে চলে গেল। পা টিপে টিপে।

'লে রেনার্ড সাবটিল,' শ্বাসের ফাঁকে উচ্চারণ করলেন জেনারেল।

কি ঘটছে বোঝার আগেই, লোকটাকে রাইফেল তুলে কর্নেল মানরোর ছায়ামূর্তির দিকে নিশানা করতে দেখলেন।

BanglaBook.org

আট

মুহূর্তের জন্যে থ হয়ে গেলেন মন্টকাম। তারপর আলখাল্লা ফেলে ধেয়ে গেলেন সামনে, লে রেনার্ডের রাইফেলের নল এক ধাক্কায় ঠেকিয়ে দিলেন মাটিতে। ইণ্ডিয়ানটার কাঁধ আঁকড়ে ধরে, গাছের আড়ালে ঠেলে নিয়ে এলেন।

'এর মানে কি?' উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালেন জেনারেল। 'জানো না ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত গোলমাল চুকেবুকে গেছে?'

'ফাকাসেমুখোরা এখন গলায় গলায় দোস্তী করছে,' বলল লালচামড়া, 'অথচ আমার যোদ্ধারা একটা মুণ্ডও বাগাতে পারেনি।'

www.BanglaBook.org

'তাতে কিচ্ছু যায় আসে না,' কাটখোট্টা গলায় বললেন জেনারেল। 'ফ্রান্সের বন্ধুদের ওপর হামলা করার কোন অধিকার তোমার নেই।'

'আমি মহান নেতা,' গলা চড়িয়ে বলল লে রেনার্ড। 'মানরো আমার শরীরে যে ছাপ ফেলেছে তার বদলা আমি নেবই। সময় হলে দেখতে পাবেন!' বলেই পাঁই করে ঘুরে ছুট লাগাল ইরোকুইদের তাঁবুর উদ্দেশে।

মন্টকামের ভ্রূ কুঁচকে গেল, তিনিও তাঁবুতে ফিরে সৈন্যদের সতর্কাবস্থায় থাকতে নির্দেশ দিলেন।

শীঘ্রিই ফরাসি পদাতিক বাহিনীর কুচকাওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল গোটা উপত্যকা। উইলিয়ম হেনরী গড়ের দিকে যাত্রা করেছে তারা।

ক্ষমতা বদলের ঘটনা যথেষ্ট সম্মানজনকভাবে অনুষ্ঠিত হলো। আঁতে ঘা খাওয়া ইংরেজ আর আমেরিকানরা দুর্গে ফরাসি পতাকা পতপত করে উড়তে দেখে অতিকষ্টে নিজেদের আবেগ দমন করল। অন্যদিকে, ফরাসিরা এমন কোন আচরণ প্রকাশ করল না যাতে পরাজিতবাহিনী এতটুকু আহত হয়।

তবে কর্নেল মানরোর মনোকষ্ট সবার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ল। দৃঢ়চেতা কর্নেল তাঁর সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে সদম্ভে বেরিয়ে গেলেন কেল্লার গেট দিয়ে। হেওয়ার্ড, মেয়েরা আর বাচ্চারা অনুগমন করল তাঁকে। সবার পেছন পেছন চলল আহতরা।

জঙ্গলের সুদূরপ্রসারিত সীমান্তে কালো মেঘের মতন ছায়া ফেলেছে ইরোকুইদের একটা দল।

শকুনের চোখে শত্রুদের লক্ষ করছে ওরা। শত্রুরা ফরাসিদের দৃষ্টিসীমার আড়াল হলেই শো করে নেমে এসে আঘাত হানবে।

এক ইংরেজ মহিলার রংচঙে শাল এক ইরোকুইয়ের নজর কাড়তেই ওটা কেড়ে নিতে গেল ও। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল গোলমাল।

'দিয়ে দিন!' মহিলা শালটা টানাটানি করতে থাকলে চেঁচিয়ে উপদেশ দিল কোরা। কিন্তু ততক্ষণও ওর সয়নি ইণ্ডিয়ানটার। বাধায় ক্ষিপ্ত হয়ে টমাহকের আঘাতে শুধু মহিলাকে নয়, তার কোলের বাচ্চাটাকেও খতম করে দিল।

ঠিক সে মুহূর্তে, লে রেনার্ড মুখে হাত রেখে অবিরাম যুদ্ধধ্বনি দিতে লাগল। আর যায় কোথায়, হাজারে হাজারে বর্বর তেড়ে বেরোল বন থেকে। টমাহক আর ছুরির ঝিলিক কান্নার মাতম তুলল জঙ্গলের এমাথা-ওমাথা পর্যন্ত। অসভ্য ইণ্ডিয়ানগুলো চিরতরে স্তব্ধ করে দিল বহু নারী-পুরুষ-শিশুর কণ্ঠ।

কোরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে ওর বাপকে হাতছানি দিয়ে ডাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভদ্রলোকের সেদিকে লক্ষ নেই। পাগলের মতন মন্টকামকে খুঁজে চলেছেন তিনি।

www.BanglaBook.org

কোরার পায়ের কাছে অ্যালিসের অচেতন দেহ পড়ে আছে। ও আর ডেভিড গামুট অ্যালিসকে মাটি থেকে তোলার জন্যে ঝুঁকতে একটা ছায়ামূর্তি প্রায় ওদের গায়ের ওপর উঠে এল।

'লে রেনার্ড!' মুখ তুলে চেয়ে আঁতকে উঠল কোরা।

'আমার কুটিরের দরজা তোমার জন্যে এখনও খোলা,' নোংরা হাতে মেয়েটির পোশাকে আঙুল বুলাচ্ছে। 'যাবে নাকি, সুন্দরী?' অট্টহাসি হেসে রক্তমাখা দু'হাত মেলে ধরল।

'পিশাচ কোথাকার!' তীক্ষ্ণ শোনাল কোরার কণ্ঠ। 'এ সব কিছুর জন্যে তুমিই দায়ী!'

ওর অভিযোগ গায়েই মাখল না ইণ্ডিয়ান।

'আমার গ্রামে যাবে এখন?'

'কখনও না! কোনদিনও না!' হটে গিয়ে চেঁচাতে লাগল কোরা।

সেই ফাঁকে ইরোকুইটা অ্যালিসের অসাড় দেহ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চোঁ-চা দৌড় দিয়েছে। কিন্তু ডেভিড গামুট আর কোরা তা নিতে দেবে কেন? আহত-নিহতদের পাশ কাটিয়ে ওরা ধাওয়া করল বর্বরটাকে।

ওরা পাইনের প্রথম কুঞ্জবনটিতে পৌঁছামাত্র কোরাকে জাপটে ধরল লে রেনার্ড। মেয়েটির ছটফটানি অগ্রাহ্য করে ঘোড়ায় তুলতে টেনে নিয়ে গেল। ডেভিড গামুট শত চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারেনি। অজ্ঞান অ্যালিসের পেছনে কোরাকে চেপে বসতে বাধ্য করে জঙ্গলের গভীরে ঘোড়া দাবড়াল ইণ্ডিয়ান।

হাঁফাতে হাঁফাতে ওদের পিছু নিল গানের শিক্ষক।

কোরা আর অ্যালিসের জন্যে তল্লাশী শুরু করতে করতে পেরিয়ে গেল কয়েক ঘণ্টা।

শেষ পর্যন্ত কুঞ্জবনে আনকাস খুঁজে পেল কোরার রাইডিং হেইল। একটা ডাল থেকে ঝুলছে।

'এর মানে কি?' খুনে মেজাজে শুধালেন কর্নেল, দু'হাতে দুমড়ালেন কাপড়টাকে। 'আমার মেয়েদের কি করেছে?'

'ওরা নিজেরাই গিয়ে থাকলে কাছেপিঠে আছে। কিন্তু যদি ইরোকুইদের হাতে ধরা পড়ে তবে হয়তো কানাডার বর্ডারের দিকে যাচ্ছে,' বিরস মুখে বলল হক আই।

'ওই দেখুন!' হঠাৎ বলে উঠল চিঙ্গাচুক। 'লে রেনার্ডের মোকাসিনের ছাপ।'

'আর এই যে ডেভিড গামুটের পিচ পাইপ,' চেঁচিয়ে বলল হেওয়ার্ড, কাঁটাঝোপের গা থেকে টেনে বার করল জিনিসটা। 'ভাগ্যিস উনি মেয়ে দুটোর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু অ্যালিস গেল কই?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোন পাত্তা নেই,' জানাল হক আই। 'তবে হাল ছাড়বেন না, আমরা তো আছি।'

আচমকা আনকাসের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল। একটা বন্য গাছের গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে। সবাই ছুটে গেল সেখানে।

উঠে দাঁড়িয়েছে মোহিকান, তুলে ধরেছে একটা রুবির হার। শেষ বিকেলের আলোয় চকচক করছে ওটা।

'এটা অ্যালিসের,' হারটা কেড়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরল হেওয়ার্ড। 'আজ সকালে ওর গলায় ছিল।'

'তবে আর কোন সন্দেহ নেই,' হেওয়ার্ড আর মানরোকে উদ্দেশ্য করে বলল হক আই। 'লে রেনার্ড ওদের ধরে নিয়ে গেছে।'

কর্নেল ধপ করে বসে পড়লেন হাঁটুর ওপর।

'এখন ঈশ্বর ভরসা!' কেঁদে ফেললেন ঝরঝর করে।

'হতাশ হচ্ছেন কেন,' বলল হক আই, কর্নেলকে জড়িয়ে ধরেছে। 'জঙ্গলে না খেয়ে মরার চেয়ে ধরা পড়াও বরং ভাল। তাছাড়া, ওরা তো আমাদের জন্যে ট্রেইল রেখে যাবে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, এ মাস ফুরানোর আগেই আমি আর আমার দুই মোহিকান বন্ধু ইরোকুইদের তাঁবুতে হানা দেব।'

নয়

'পরিকল্পনা ছাড়া হুট করে এই অভিযান শুরু করা যাবে না,' বলল হক আই। 'ইণ্ডিয়ানরা সবাই মিলে বসে আগুন জ্বেলে প্ল্যান তৈরি করে। ঠিকই করে। আজ রাতে বিশ্রাম নেব আমরা, ফ্রেশ হয়ে কাল রওনা দেব।'

মানরো আর হেওয়ার্ড তখুনি রওনা দিতে চাইলেও স্কাউটটির কথার প্রতি সম্মান জানিয়ে রাতটা পার করতে রাজি হলেন।

বলাবাহুল্য, দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না ওঁরা

পরদিন বার্চ ক্যানুতে যখন চাপল সবাই তখনও আকাশে মিটমিট করছে লাখো নক্ষত্র। লেক জর্জের বুক চিরে উত্তরে, ইরোকুইদের আবাসভূমির দিকে এগোতে লাগল নৌকা; নিঃশব্দে।

রাত পোহালে একটা সংকীর্ণ প্রণালী এবং সারে সারে ছোট দ্বীপের মধ্য দিয়ে সাবধানে বেরিয়ে গেল ওরা। মন্টকাম এ পথ দিয়েই সসৈন্যে গিয়েছেন, তল্লাশী পার্টির আশঙ্কা হলো দলছুটদের আক্রমণ করতে ভদ্রলোক হয়তো জনা কয়েক

ইন্ডিয়ানকে পেছনে রেখে গেছেন।

একটা জটিল প্রণালীর মুখে সবাইকে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করল চিঙ্গাচুক। দু'পাশের প্রতিটি দ্বীপ একে একে জরিপ করছে ও।

'কি ব্যাপার?' হক আইয়ের প্রশ্ন।

গম্ভীর মুখে দাঁড় তুলে একটা জংলা দ্বীপের দিকে তাক করল ইন্ডিয়ানটি।

'ধোঁয়া,' বলল, 'বোধহয় চুলোর।'

'বৈঠা মারুন!' আদেশ করল হক আই। 'জোরসে!'

গোটা দল প্রাণপণে দাঁড় বাইছে, কিন্তু ক'মুহূর্ত পরে একটা রাইফেলের শব্দে বুঝে গেল ওদের অবস্থান গোপন নেই। কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে দেখে বর্বররা দলে দলে নৌকায় চেপে বালুকাবেলা থেকে বেয়ে আসছে। শীঘ্রিই বৈঠা মেরে হক আইয়ের লম্বা রাইফেলের নিশানা স্থির করছে।

কিন্তু ডানকানের চেঁচামেচিতে সামনের দিকে, নিচু দ্বীপটির দিকে তাকাতে বাধ্য হলো ও। তীর থেকে আরেকটি যুদ্ধ নৌকা এদিকেই আসছে।

মুহূর্তে, চারদিক থেকে গুলিবর্ষণ হতে লাগল। হক আই এই নতুন আপদে সচকিত হয়ে, লক্ষ্য স্থির করে রাইফেল চালাল। গুলি খেলো প্রথম নৌকাটার দলপতি। লোকটা নদীতে রাইফেল ফেলে দিয়ে চলে পড়েছে সঙ্গীদের গায়ে, উড়ে গেছে প্রাণপাখি।

উদ্ধশ্বাসে পাড়ি দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে গুলি চালানো পিছু হটে যেতে হলো অসভ্যদের। শীঘ্রিই দিগন্তে মিলিয়ে গেল ইন্ডিয়ানরা।

উঁচু, এবড়োখেবড়ো পাহাড়সারির সমান্তরালবর্তী পথ ধরে এগোচ্ছে হক আইয়ের দল। দ্রুততর হয়েছে ওদের বৈঠার আঘাত, অস্ত্রের জন্য রক্ষা পেয়ে এমুহূর্তে খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে সবাই।

ক'ঘণ্টা পরে হ্রদের উত্তর প্রান্তে একটা খাঁড়িতে চলে এল নৌকা। ওরা ওখানে নেমে, জঙ্গলে নৌকা টেনে নিয়ে তাঁবু খাটাল।

পরদিন সকালে, আনকাস খুঁজে পেল সে রেনার্ডের ট্রেইল। তাজা মাটিতে তাঁর-চামড়ার পায়ের ছাপ পড়লেও আনকাসের অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই গ্রহণ করে নিয়েছে শত্রুর চিহ্ন।

'এখন শুধু সময়ের ব্যাপার,' সঙ্গীদের বলল হক আই। দলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা এসে গেল।

যাত্রা আবার শুরু হলো। [illegible] আর [illegible] আরো হয়ে দেখছেন। [illegible] তাঁদের সঙ্গী আনকাস [illegible] একে বাঁকে বাঁকে ধরে [illegible] কোনও শত্রুদের নৌকা দিয়ে [illegible]

www.BanglaBook.org

শেষ বিকেলে, ওরা যেখানে পৌঁছল দেখে মনে হয় বন্দীরা ওখানেই রাতটা কাটিয়ে গেছে। পোড়া কাঠ, ছাই আর একটা হরিণের অবশিষ্টাংশ সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে। পায়ের ছাপ সর্বত্র, তবু রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গেছে ট্রেইল।

গোটা এলাকাটা চষে দুটো ঘোড়া ছাড়া আর কোন প্রাণীর লক্ষণ মিলল না।

'এর অর্থ?' হেওয়ার্ডের জিজ্ঞাসা।

'আমরা শত্রুশিবিরে ঢুকছি,' জানাল হক আই। 'ইরোকুইরা যদি পালাতেই থাকত তবে ঘোড়া ফেলে যেত না। এখন সবাই মিলে ওদের সেটলমেন্ট খুঁজে বার করব।'

নবোদ্যমে শুরু হলো তল্লাশী। তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি চলছে। একটু পরে আনকাসের ডাকে দৌড়ে গেল সকলে। কাদামাটিতে মোকাসিনের ছাপ দেখতে পেয়েছে ও।

'এটা ইণ্ডিয়ানদের ছাপ নয়,' দেখে-টেখে বলল হক আই। 'গোড়ালির চাপ বেশি পড়েছে। ডেভিডকে হয়তো জোর করে মোকাসিন পরিয়েছে।'

'সাদামানুষ আগে গেছে,' ব্যাখ্যা করল আনকাস।

'ঠিক,' সায় জানাল হক আই, 'লে রেনার্ড পিছে।'

'কিন্তু কোরা আর অ্যালিসের কি হয়েছে?' হেওয়ার্ড জানতে চাইল।

'শয়তান ইরোকুইটা কোন ভাবে ওদের বয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছে, আমাদের চোখে ধুলো দিতে,' বলল হক আই। 'তবে ভয়ের কিছু নেই, দু'এক মাইলের মধ্যেই ওদের পায়ের ছাপ দেখতে পাবেন।'

'ও হয়তো এই ঠেলাগাড়িটা ব্যবহার করেছে,' বাতলে দিলেন কর্নেল, উইলো শাখার টুকরো টাকরা তুলে দেখাচ্ছেন।

'ব্যাটা শয়তানের একশেষ,' বলল হক আই। 'কিন্তু চোরের সাতদিন গৃহস্থের একদিন। এই যে দেখুন! মোকাসিন প্রিন্ট অনেক আছে এখানে।'

'ইরোকুইদের কুটির কাছাকাছিই,' চিঙ্গাচুক বলল।

'চিঙ্গাচুক, তুমি তবে ডানদিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরো। আনকাস, তুমি নদীর পাড় ঘেঁষে এগোও,' বলল হক আই। 'আমরা ট্রেইল ফলো করব। জানানোর মত কিছু ঘটলে তিনবার কাকের ডাক ডেকে সঙ্কেত দেবে।'

ইণ্ডিয়ান দু'জন ভিন্ন পথে পাড়ি জমাল। হক আই ইংরেজদের নিয়ে ঝুপসি গাছ-পাছালির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল; গাছের আড়াল থেকে ছোট একটা জলাভূমি চোখে পড়ল ওদের। একটা বীবর দাপাদাপি করছে হ্রদের শান্ত পানিতে। তীরে সারকে সার ইরোকুই কুটির।

হক আই কাকের ডাক দিতে যাবে, পাতার শব্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করল: ওর ঠিক সামনে হামাগুড়ি দিয়ে দেখা দিয়েছে একজন আজব ধরনের ইণ্ডিয়ান। সে-ও

www.BanglaBook.org

গ্রামটা নিরীক্ষা করছে মনে হলো।

ওকে দেখে বিশেষ কিছু বোঝার উপায় নেই। কারণ ওর মুখটা ওয়ার-পেইন্টে লেপা। আর সব ইরোকুইদের মতন ওর চাঁদিও কেবল মাঝখানটা বাদে পরিষ্কারভাবে কামানো। চুলের গোছাটা থেকে ডিনটে মলিন রঙের পালক আলগা হয়ে ঝুলছে। একটা ছেঁড়াখোঁড়া সুতির কাপড়ে বুকের অর্ধেকখানি ঢাকা। প্যান্টের কাজ করছে একটা শার্ট, হাত দিয়ে গলিয়েছে পা। হরিণের চামড়ার মোকাসিন ওর পায়ে। বিচিত্র লোকটিকে দেখে হাসি চাপা দায়।

একটু একটু করে ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে হক আই, পৌঁছে গেছে শত্রুর ক'গজ তফাতে। অচেনা লালমানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে, সরাসরি হক আইয়ের চোখে চোখ রাখল। পরক্ষণে নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ল স্কাউট।

কর্নেল মানরো আর মেজর হেওয়ার্ড থমকে গেছেন এ দৃশ্য দেখে, মুখে কথা সরছে না। শেষ পর্যন্ত, হক আই বলে উঠল, 'ডেভিড! ডেভিড গামুট! এ পোশাক পরে করছেনটা কি আপনি?'

দশ

'আমার আসলে কপাল ভাল,' গানের শিক্ষক বলল, বন্ধুদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'ইরোকুইরা আমার গান এত পছন্দ করেছে যে ওদের মতন পোশাক পরিয়ে ছেড়েছে। তাছাড়া ইচ্ছেমত ঘোরাফেরার সুযোগও দিয়েছে।'

হক আই হো হো করে হেসে উঠল। লিকলিকে শরীরের ডেভিড গামুট, খুনে মেজাজের ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবলে কার না হাসি পায়।

ডেভিডের মুখে কিন্তু হাসি নেই। চোখের পানি ধরে রেখে দু'পাশে মাথা নাড়ছে ও।

'আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম আর কোনদিনই দেখা হবে না।'

'আপনি বহাল তবিয়তে আছেন দেখে খুব ভাল লাগছে,' মুখে হাসি মেখে বললেন বিক্ষিপ্তমনা কর্নেল। 'কিন্তু আমার মেয়েরা কোথায়? কেমন আছে?'

'কেরাকে ডেলাওয়ার গোত্রের কাছে নিয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। ওরা মন্টকামের পক্ষের হলেও দুর্গের খুনখারাপির মধ্যে ছিল না।'

'আর অ্যালিস?' মেজর হেওয়ার্ড ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল।

'ইরোকুইরা বন্দীদের কখনও একসঙ্গে রাখে না। লেকের ওপাশে

www.BanglaBook.org

ইরোকুইদের গ্রামে আটকে রেখেছে ওকে।'

'তবে আর দেরি নয়,' ঘোষণা করল হেওয়ার্ড। 'এখুনি ওদের উদ্ধার করব আমরা।'

'অত সহজ নয়,' ওর উৎসাহে পানি ঢেলে বলল ডেভিড। 'লে রেনার্ড এক অভিশপ্ত আত্মার পূজারী। ওটাকে শান্ত করতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই।'

'ও এখন কই?' হক আই জানতে চাইল।

'চমরী গাই শিকারে গেছে।'

'আপনি তবে ফিরে যান,' বলল স্কাউট। 'মেয়েদের জানান আমরা এসেছি। উইপ পুর উইলের শিস দিলে বুঝবেন দেখা করার সঙ্কেত দিচ্ছি।'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' বলে উঠল হেওয়ার্ড। 'আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'আপনি!' হক আই বিস্মিত। 'আপনার মরার সাধ জেগেছে নাকি?'

'শুনুন,' তর্ক জুড়ল মেজর, 'ডেভিডকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ইরোকুইরা একেবারে অমানুষ নয়।'

'কিন্তু ওরা ওর গুণের কদর করছে, সেটা মনে রাখবেন।'

'আমিও গুণীর ছদ্মবেশ নিয়ে ওদেরকে বোকা বানাব। হয় অ্যালসকে উদ্ধার করে আনব নইলে মরব। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

হক আই আসন্ন বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করলেও হেওয়ার্ডের সঙ্কল্প দেখে শেষটায় মত দিল।

'আসুন, মেজর,' বলল ও। 'চিঙ্গাচুকের কাছে নানা ধরনের রং-চং আছে। ও সাজিয়ে দেবে আপনাকে। এই গুঁড়িটার ওপর বসুন।'

পরবর্তী ক'ঘণ্টা ঠায় বসে রইল হেওয়ার্ড। চিঙ্গাচুক পরম যত্নে ইণ্ডিয়ানদের প্রতিটি রেখা, ছায়া এঁকে দিল ওর মুখে। টিকোনদেরোগা গোষ্ঠীর ক্ষবিরাজ বনে গেল মেজর। কাজ সেরে চিঙ্গাচুক পেছনে সরে দাঁড়াতে, দর্শকরা ওর দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করল।

'আপনার ফরাসি ভাষার জ্ঞানে, জংলীদের পোশাকে আর আমার উপদেশে কাজ হবেই,' ওর পিঠ চাপড়ে বলল হক আই।

'আমার দোয়া রইল,' ফিসফিস করে বললেন কর্নেল মানরো।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেভিডের সঙ্গে ইরোকুইদের ঘাঁটির উদ্দেশে রওনা হলো হেওয়ার্ড।

প্রথম কুটিরটার দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জনা বারো যোদ্ধা। গোধূলিলগ্নে হেওয়ার্ডকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে এল ডেভিড। ইণ্ডিয়ানরা সরে দাঁড়িয়ে প্রবেশ করতে দিল ওদের।

www.BanglaBook.org

গ্রামটা নিরীক্ষা করছে মনে হলো।

ওকে দেখে বিশেষ কিছু বোঝার উপায় নেই। কারণ ওর মুখটা ওয়র-পেইন্টে লেপা। আর সব ইরোকুইদের মতন ওর চাঁদিও কেবল মাঝখানটা বাদে পরিষ্কারভাবে কামানো। চুলের গোছাটা থেকে তিনটে মলিন হাঁসের পালক আলগা হয়ে ঝুলছে। একটা ছেঁড়াখোঁড়া সুতির কাপড়ে বুকের আধেকখানি ঢাকা। প্যান্টের কাজ করছে একটা শার্ট, হাতা দিয়ে গলিয়েছে পা। হরিণের চামড়ার মোকাসিন ওর পায়ে। বিচিত্র লোকটিকে দেখে হাসি চাপা দায়।

একটু একটু করে ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে হক আই, পৌঁছে গেছে শত্রুর ক'গজ তফাতে। আচমকা, লালমানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে, সরাসরি হক আইয়ের চোখে চোখ রাখল। পরক্ষণে নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ল স্কাউট।

কর্নেল মানরো আর মেজর হেওয়ার্ড থমকে গেছেন এ দৃশ্য দেখে, মুখে কথা সরছে না। শেষ পর্যন্ত, হক আই বলে উঠল, 'ডেভিড! ডেভিড গামুট! এ পোশাক পরে করছেনটা কি আপনি?'

দশ

'আমার আসলে কপাল ভাল,' গানের শিক্ষক বলল, বন্ধুদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'ইরোকুইরা আমার গান এত পছন্দ করেছে যে ওদের মতন পোশাক পরিয়ে ছেড়েছে। তাছাড়া ইচ্ছেমত ঘোরাফেরার সুযোগও দিয়েছে।'

হক আই হো হো করে হেসে উঠল। লিকলিকে শরীরের ডেভিড গামুট, খুনে মেজাজের ইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবলে কার না হাসি পায়।

ডেভিডের মুখে কিন্তু হাসি নেই। চোখের পানি ধরে রেখে দু'পাশে মাথা নাড়ছে ও।

'আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম আর কোনদিনই দেখা হবে না।'

'আপনি বহাল তবিয়তে আছেন দেখে খুব ভাল লাগছে,' মুখে হাসি মেখে বললেন বিধ্বস্তমনা কর্নেল। 'কিন্তু আমার মেয়েরা কোথায়? কেমন আছে?'

'কোরাকে ডেলাওয়ার গোত্রের কাছে নিয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। ওরা মন্টকামের পক্ষের হলেও দুর্গের খুনখারাপির মধ্যে ছিল না।'

'আর অ্যালিস?' মেজর হেওয়ার্ড ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল।

'ইরোকুইরা বন্দীদের কখনও একসাথে রাখে না। লেকের ওপাশে

www.BanglaBook.org

ইরোকুইদের গ্রামে আটকে রেখেছে ওকে।'

'তবে আর দেরি নয়,' ঘোষণা করল হেওয়ার্ড। 'এখুনি ওদের উদ্ধার করব আমরা।'

'অত সহজ নয়,' ওর উৎসাহে পানি ঢেলে বলল ডেভিড। 'লে রেনার্ড এক অতিশয় আত্মার পূজারী। ওটাকে শান্ত করতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই।'

'ও এখন কই?' হক আই জানতে চাইল।

'চমরী গাই শিকারে গেছে।'

'আপনি তবে ফিরে যান,' বলল স্কাউট। 'মেয়েদের জানান আমরা এসেছি। উইপ পুর উইলের শিস দিলে বুঝবেন দেখা করার সঙ্কেত দিচ্ছি।'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' বলে উঠল হেওয়ার্ড। 'আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'আপনি!' হক আই বিস্মিত। 'আপনার মরার সাধ জেগেছে নাকি?'

'শুনুন,' তর্ক জুড়ল মেজর, 'ডেভিডকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ইরোকুইরা একেবারে অমানুষ নয়।'

'কিন্তু ওরা ওঁর গুণের কদর করছে, সেটা মনে রাখবেন।'

'আমিও গুণীর ছদ্মবেশ নিয়ে ওদেরকে বোকা বানাব। হয় অ্যালিসকে উদ্ধার করে আনব নইলে মরব। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

হক আই আসন্ন বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করলেও হেওয়ার্ডের সঙ্কল্প দেখে শেষটায় মত দিল।

'আসুন, মেজর,' বলল ও। 'চিঙ্গাচুকের কাছে নানা ধরনের রং-চং আছে। ও সাজিয়ে দেবে আপনাকে। এই গুঁড়িটার ওপর বসুন।'

পরবর্তী ক'ঘণ্টা ঠায় বসে রইল হেওয়ার্ড। চিঙ্গাচুক পরম যত্নে ইণ্ডিয়ানদের একটি রেখা, ছায়া এঁকে দিল ওর মুখে। টিকোনদেরোগা গোষ্ঠীর ফকিরাজ বনে গেল মেজর। কাজ সেরে চিঙ্গাচুক পেছনে সরে দাঁড়াতে, দর্শকরা ওর দক্ষতার তুমুল প্রশংসা করল।

'আপনার ফরাসি ভাষার জ্ঞানে, জংলীদের পোশাকে আর আমার উপদেশে কাজ হবেই,' ওর পিঠ চাপড়ে বলল হক আই।

'আমার দোয়া রইল,' ফিসফিস করে বললেন কর্নেল মানরো।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেভিডের সঙ্গে ইরোকুইদের ঘাঁটির উদ্দেশে রওনা হলো হেওয়ার্ড।

প্রথম কুটিরটার দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জনা বারো যোদ্ধা। গোধূলিলগ্নে হেওয়ার্ডকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে এল ডেভিড। ইণ্ডিয়ানরা সরে দাঁড়িয়ে প্রবেশ করতে দিল ওদের।

www.BanglaBook.org

মেজর সহসাই হিংস্রদর্শন বর্বরদের ভেতর আবিষ্কার করল নিজেকে। অনুভব করল রক্ত গরম হয়ে উঠছে, প্রচণ্ড রাগে। কিন্তু এ-ও বুঝল অ্যালিসকে উদ্ধার করতে হলে এখন সংযত থাকতে হবে। ডেভিডের দেখাদেখি গাছের ডালের গাদায় সে-ও চুপ করে বসে রইল।

ইণ্ডিয়ানরা ওকে ঘিরে ধরে তীক্ষ্ণ চোখে আপাদমস্তক জরিপ করছে। শেষমেশ, একজন বয়স্ক যোদ্ধা ইরোকুই ভাষায় কি যেন বলল। হেওয়ার্ড বোঝেনি।

'আমার ভাইদের মধ্যে কেউ কি ইংরেজি বা ফরাসি জানেন?' সহজ ফরাসিতে বলে উঠল ও। জবাব পেল না দেখে বলে চলল, 'ফ্রান্সের রাজা যদি জানেন তাঁর দুঃসাহসী বন্ধুরা তাঁর ভাষা জানে না তবে কিন্তু খুব কষ্ট পাবেন।'

দীর্ঘ বিরতির পর বয়স্ক লোকটি ফরাসিতে বলল, 'আমাদের মহাত্মা তাঁর লোকদের সঙ্গে ইরোকুই ভাষায় কথা বলেন।'

'মহাত্মা সবার সঙ্গেই কথা বলেন,' অবহেলায় বলল হেওয়ার্ড। 'তিনি সাদা-কালো-লাল কোন মানুষের মধ্যেই তফাত করেন না। মহাত্মা আমাকে পাঠিয়েছেন, আপনাদের চিকিৎসা করতে। কারও কি কোন রোগ-বালাই আছে?'

নিচু গুঞ্জনে ভরে গেল ঘর, যোদ্ধাদের চেহারায় উত্তেজনা ফুটতে দেখল হেওয়ার্ড। হক আইয়ের প্রশিক্ষণে কাজ দেবে মনে হচ্ছে।

ইরোকুইদের মুখপাত্র জবাব দেবে এ সময় একটা তীক্ষ্ণ, চড়া গলার চিৎকার উঠল জঙ্গল থেকে। কুটিরের বাসিন্দারা এক দৌড়ে শরে উৎস লক্ষ্য করে আঁধারে মিশে গেল।

এক দঙ্গল উত্তেজিত, উল্লসিত নারী-পুরুষ-শিশুর মাঝে নিজেকে খুঁজে পেল হেওয়ার্ড। একজন ইণ্ডিয়ান বীরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে আনা হয়েছে। বর্বর গ্রামবাসী দুটো সারিতে তার সামনে দাঁড়িয়ে। লোকটাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। দু'সারি মারমুখো অসভ্যের মধ্য দিয়ে দৌড়তে হবে ওকে, সইতে হবে ওদের ছোরার, টমাহকের, গদার আর কুড়ালের আঘাত।

সঙ্কেত দেয়া হলে ইণ্ডিয়ান বীর সামনে দৌড়বে কি, ঊর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গলের দিকে ছুটল। হৈ হৈ করে পিছু নিল আটককারীরা। পালাতে পারল না বেচারা। টেনে হিঁচড়ে, মারতে মারতে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। ক্লান্ত লোকটা চোরের মার খেয়ে হেদিয়ে পড়লে কাউন্সিল চেম্বারে ছেঁচড়ে আনা হলো।

ছাদ ঠেকনা দেয়া খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা। এতক্ষণের কসরতে দস্তুরমত হাঁফাচ্ছে। তবে স্থৈর্য হারায়নি। ম্লান আলোয় লোকটাকে ভাল দেখতে পেল না হেওয়ার্ড।

সভাসদরা এককোণে গাদাগাদি করে বেয়াড়া বন্দীটার ভাগ্য যখন নির্ধারণ

www.BanglaBook.org

করছে, সে সুযোগে মহিলারা ওকে আচ্ছামত বিদ্রূপ করে নিল। এক লোলচর্ম বুড়ি অহঙ্কারী ভঙ্গিতে ওর সামনে এসে হাত-টাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল :

'ভীতুর ডিম কোথাকার,' খকখক করে বলছে বুড়ি। 'ভালুক আর বনবিড়াল দেখলে তুই লেজ গুটিয়ে পালাবি।'

ইণ্ডিয়ানটা চুপ করে আছে দেখে খেপে আরও লাল হয়ে গেল বুড়ি। ফেনা তুলে ফেলছে মুখে।

'তোর জন্যে আমরা পেটিকোট বানিয়ে দেব, স্বামী খুঁজে দেব।'

সভাসদরা এখন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বয়োবৃদ্ধ যোদ্ধাটি রায় ঘোষণার জন্যে বন্দীর কাছে এলে, বুড়ি দেয়াল থেকে একটা মশাল ছিনিয়ে নিয়ে যুবকটির মুখে ঠেসে ধরতে গেল।

চট করে মুখ সরিয়ে নিল যুবক। এবং ঠিক সে মুহূর্তে হেওয়ার্ডের চোখে চোখ পড়ল আনকাসের। দু'জনের কেউই অবশ্য প্রতিক্রিয়া দেখাল না। মোহিকান এবার মুখ ফেরাল অভিযোগের রায় শোনার জন্যে।

এগারো

ধূসর চুলের নেতা আনকাসের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলে নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

'মোহিকান,' বলল সে, 'তুমি সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। আমাদের লোকেরা তোমার কমরেডদের ধরে আনুক। তারপর জানতে পারবে বাঁচবে না মরবে।'

আনকাস নিশ্চল দাঁড়িয়ে বুড়োর বক্তব্য শুনল।

'আপনার কান কালা নাকি?' শেষমেশ বুড়োকে জিজ্ঞেস করল ও। 'আমি আটকা পড়ার পর দু'বার হক আইয়ের রাইফেল গর্জাতে শুনেছি। আপনাদের যোদ্ধারা ফিরবে না।'

উদ্ধত যুবকটির কথা কানে তুলল না বুড়ো। আঙুলের ইশারায় হেওয়ার্ড যে গুঁড়িটায় বসা ওটার শেষ প্রান্তে ওকে বসতে আদেশ করল। দু'জন যেন দু'জনকে চেনেই না এমনি ভাব করে বসে রইল।

যোদ্ধারা তাদের পাইপ বার করেছে, সাম্প্রতিক যুদ্ধে সাফল্যের বয়ান দিচ্ছে আর তামাক টানছে। সাদা ধোঁয়া চক্রাকারে উঠে যাচ্ছে ছাদের দিকে।

একটু পরে নেতা গোছের একজন লোক পাইপ নামিয়ে রেখে কবিরাজের দিকে এগিয়ে এল।

www.BanglaBook.org

'আমার এক যোদ্ধার বউয়ের ঘাড়ে একটা খবিস আত্মা ভর করেছে,' বলল। 'আপনি ওটাকে খেদাতে পারবেন?'

'আত্মার মধ্যে ইতরবিশেষ আছে,' রহস্য করে বলল হেওয়ার্ড। 'কাউকে কাউকে বশ করা যায়, আবার কোন কোনটাকে যায় না।'

'মহান কবিরাজ কি চেষ্টা করে দেখবেন?'

এঙ্কার মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল হেওয়ার্ড, ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

ও নেতা লোকটির সঙ্গে অসুস্থ মহিলাকে দেখতে যাবে, এসময় চৌকাঠে একটা লম্বা ছায়া পড়ল।

'লে রেনার্ড সাবটিল!' শত্রুকে গটগট করে কাউন্সিল চেম্বারে প্রবেশ করতে দেখে বিস্ময় আর বিরক্তির দ্বৈত অনুভূতি হলো হেওয়ার্ডের।

গুঁড়ির এক মাথায় বসে পাইপ টানতে লাগল রেনার্ড, মুখে কথা নেই। শেষ পর্যন্ত, একজন যোদ্ধা নীরবতা ভাঙল।

'আমার বন্ধু কি চমরী গাই মারতে পেরেছে?'

'আমার লোকেদের ভার বইতে কষ্ট হচ্ছে,' ঘুরিয়ে জবাব দিল লে রেনার্ড, এই প্রথমবারের মতন ঘরটির চারধারে নজর বুলাল। আনকাসের চোখে চোখ পড়লে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরকে মেপে নিল ওরা, কোণঠাসা বাঘের মত–যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি।

'আনকাস্ না? মোহিকান!' চেঁচিয়ে উঠল ইরোকুই, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। 'মোহিকান, তুমি মরবে!'

ঘৃণিত অথচ সম্মানিত নামটি সব যোদ্ধাকে দাঁড় করিয়ে দিল। শত্রুরাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়ে নীরব হাসি ফুটল আনকাসের ঠোঁটে।

'তোমরা ডেলাওয়ারররা একেকটা ভীতুর ডিম!' গলা চড়িয়ে বলল আনকাস। 'তোমাদের সব ক'টা যোদ্ধাকে ডাকো, আমাকে দেখুক। একজন বীর মোহিকানকে দেখে জীবন সার্থক করুক।'

লে রেনার্ড জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ডেলাওয়ারদের দলে টানার চেষ্টা করল।

'দেখা যাবে ও কেমন বাপের ব্যাটা,' বলল ও। 'ওকে একটা নিরিবিলি জায়গায় রেখে আসা হোক। কাল সকালে মরবে জেনেও রাতে যদি ঘুমাতে পারে তবেই বুঝব ওর বংশের গর্ব করা সাজে।'

কজন যোদ্ধা আনকাসকে বাইরে নিয়ে গেল। এবার সাহায্যপ্রার্থী ইরোকুই নেতা হাতছানি দিয়ে হেওয়ার্ডকে ডেকে ঘর ছাড়ল।

ইরোকুইদের কুটিরের দিকে না গিয়ে গ্রামের সবচেয়ে বড় পাহাড়টার পাদদেশে হেওয়ার্ডকে নিয়ে এল নেতা।

খাড়া চড়াইয়ের পথটি ছোট ছোট ব্রাশ ফায়ারে আলোকিত। চূড়োয় উঠে

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটি। হাত নেড়ে কবিরাজকে ডাকছে।

আচমকা, একটা কালো, রহস্যময় জানোয়ার পথ জুড়ে দাঁড়াল। একটা মস্ত বড় ভালুক,' দুলছে, হিংস্রভাবে, গর্জাচ্ছে। ভালুক বশ করা ইণ্ডিয়ানদের জন্যে কোন ব্যাপার নয়, জানে হেওয়ার্ড। অনেক ভালুক ইরোকুইদের সঙ্গে বাসও করে। তাই ভয় না পেয়ে জন্তুটার পাশ কাটিয়ে এগোল। লোমশ প্রাণীটা কিন্তু হেলেদুলে ওদের অনুগমন করল। এবার খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে গেল মেজর।

কিছুক্ষণ পরে, পাহাড়ের পাশের দিকে সহসা ফুরিয়ে গেল পথটা। ইণ্ডিয়ান লোকটা একটা চামড়ার দরজা ঠেলে খুলে, কবিরাজকে ক'টা ঘর পার করিয়ে প্রকাণ্ড এক গুহায় নিয়ে এল। ভালুকটা পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে ওদের, হুঙ্কার ছাড়ছে থেকে থেকে। একটা ঘরে রোগিণীকে দেখতে পেল হেওয়ার্ড। বিছানায় শুয়ে রয়েছে অসাড়, অচেতন মহিলাটি। তার চারপাশ ঘিরে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী। ঘরটির মধ্যখানে, মৃতপ্রায় মহিলাটিকে প্রার্থনাসঙ্গীত শুনিয়ে, অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে তুলতে সচেষ্ট ডেভিড গামুট।

ইণ্ডিয়ানরা মহিলার জন্যে এজারগার ব্যবস্থা করেছে, কারণ ওদের ধারণা, এতে দুষ্টাত্মার পাথুরে দেয়াল ভেদ করে রোগীকে আক্রমণ করতে বেগ পেতে হবে। তাছাড়া, ডেভিডের সঙ্গীতের ওপরেও ওদের অগাধ ভরসা। ও গান গাইলে ঘরে যেন শান্তি বর্ষিত হয়।

ডেভিড আরেকটি গান ধরলে ঠিক পেছনে একটা অদ্ভুত, মানবীয় শব্দ হতে শুনল হেওয়ার্ড। চরকির মতন ঘুরতে ভালুকটিকে এক কোণে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। থতমত খেয়ে ডেভিডের কাছ ঘেঁষে এল ও।

ডেভিড না ফিরেই ফিসফিসিয়ে বলল, 'মেয়েটা কাছেই আছে, আপনাকে দেখতে চায়।' একথা বলে চলে গেল।

'ডেভিড ইংরেজিতে কথা বলেছে। তার মানে এর ভেতরে কোন রহস্য আছে,' ভাবল হেওয়ার্ড। কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ পেল না, কেননা নেতা ওকে রোগীর কাছে যেতে ডাকছে।

'এবার,' নেতা বলল, 'আপনার ক্ষমতা দেখান।'

কাঁপ ধরে গেছে হেওয়ার্ডের বুকে, তবু এগোল রোগীর দিকে। ওর প্রতি পদক্ষেপে হিংস্র গর্জন ছাড়ছে ভালুকটা। 'আমি রোগীকে একা দেখতে চাই,' বলল মেজর।

'বেশ, আমি যাচ্ছি,' বলল ইরোকুই। 'আপনি ওকে দেখুন।'

অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে নেতা চলে যাওয়ামাত্র, আজব একটা ঘটনা ঘটল। ভালুকটা গদাইলস্করি চালে হেওয়ার্ডের কাছে হেঁটে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ঠিক

www.BanglaBook.org

মানুষের মতন। ওটার গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছে, মস্ত থাবা দুটো মাথা ধরে টানাটানি করছে। মাথাটা পড়ে গেল, সেখানে দেখা গেল হক আইয়ের হাসিমাখা মুখ।

'ব্যাপারটা চেপে যান,' সতর্ক করে দিল স্কাউট। 'বর্বরগুলো সবখানে আছে। জাদুবিদ্যার বাইরে উল্টোপাল্টা কিছু বকলেই তেড়ে আসবে।'

'কিন্তু আপনি অমন উদ্ভট পোশাক পরেছেন কেন?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল হেওয়ার্ড।

'আমি আনকাসকে বাঁচাতে এসেছি। আপনি আর ডেভিড চলে যাওয়ার পর ধরা খেয়েছে ও। এদের এক ওঝাকে ধর্মীয় আচারের জন্যে সাজপোশাক করতে দেখে র‍্যাটার মাথায় বাড়ি মেরে ভালুকের ছদ্মবেশটা বাগিয়ে নিয়েছি। এখন বলুন, আনকাসকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, বন্দী করে রাখা হয়েছে ওকে। কাল ভোরে বলি দেবে। আচ্ছা, অ্যালিসের কি খবর?'

'ডেভিডের কথাগুলো বোঝেননি? ও বলতে চাইছিল অ্যালিস কাছেই আছে। এই ভালুকটা মধুর খোঁজ করতে গিয়ে একটা ঘরে খুঁজে পেয়েছে ওকে। কিন্তু আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে বিচ্ছিরি রং-চংগুলো মুছে যাবেন। আমি পরে আবার আপনাকে রং মাখিয়ে দেব।'

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন বড় আবেগঘন এবং চাপা উত্তেজনাময় হলো। অ্যালিস এতটাই ভীত-উদ্বিগ্ন যে ওকে পালানোর পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলতে হেওয়ার্ডের প্রচুর সময় ব্যয় হয়ে গেল।

কথা ফুরোতেই কাঁধে টোকা পড়ল ওর। পাঁই করে ঘুরতেই লে রেনার্ড সাবটিলের কুৎসিত চেহারাটা দেখে জমে গেল বেচারা।

'কি চাও তুমি?' চেতে উঠল অ্যালিস।

'মানরোর মেয়ে আর ফ্যাকাসেমুখোকে শূলে চড়াব,' ঘোঁতঘোঁত করে বলল লোকটা।

ঠিক সে মুহূর্তে প্রকাণ্ড ভালুকটা আবছায়া থেকে বেরিয়ে এসে চেপে ধরল ইণ্ডিয়ানটিকে। ওকে বেঁধে ফেলতে বেগ পেতে হলো না হক আই আর হেওয়ার্ডের। একটু পরেই মেঝেতে শুয়ে অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগল ওদের শত্রু।

ঘর থেকে বেরিয়ে মুমূর্ষু ইণ্ডিয়ান মহিলাটির পাশ দিয়ে গেল ওরা। হক আই কয়েকটা কম্বল তুলে নিয়ে হেওয়ার্ডের হাতে দিল।

'অ্যালিসের গায়ে এগুলো জড়িয়ে দিন আর শুনুন,' বলল ও। 'বেরনোর পর এই মেয়েলোকটার আত্মীয়দের বলবেন অশুভ আত্মাটাকে আমরা গুহায় বন্দী

www.BanglaBook.org

করছি। আর রোগিণীকে জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছি, লতা-পাতা খুঁজে খাওয়াব। মনে রাখবেন, আমি অবলা জীব। কাজেই যা করার মাথা ঠাণ্ডা রেখে করবেন। আপনি একটু ভুলচুক করলেই কিন্তু আমরা শেষ!'

বারো

ভালুকটা চামড়ার দরজা ঠেলে খুলতেই কৌতূহলী জনতা ওদের ঘিরে ধরল, অসুস্থ মহিলার খবর জানতে। অ্যালিসকে শক্ত করে জড়িয়ে রেখে হেওয়ার্ড জানাল, দুষ্টাত্মার অত্যাচার থেকে বাঁচাতে রোগিণীকে জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছে ও। ওখানে ওষুধ দিলে দুষ্টাত্মার আসর কেটে যেতে পারে। তবে সাবধান, কেউ যেন ওদের পিছে পিছে না আসে।

'আর একটা কথা,' সতর্ক করে দিল ও, 'অশুভ আত্মারা কিন্তু গুহায় বন্দী হয়ে আছে। কেউ গুহায় ঢুকবেন না যেন।'

'আপনারা যান!' বলল ইরোকুই নেতা, কবিরাজের ওপর ইতোমধ্যেই ভক্তি এসে গেছে ওর। 'আমি গুহায় ঢুকে শয়তান আত্মাগুলোর সঙ্গে একাই মারামারি করব।'

'আপনার কি মাথা খারাপ, ভাই?' আঁতকে উঠেছে হেওয়ার্ড। 'আত্মারা যদি আপনার ওপর ভর তখন? ওগুলোকে বেরোতে দিন, তারপর না হয় গদা পিটিয়ে সিধে করে দেবেন।'

কাজ হলো। মুহূর্তে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শীরা একটা গাছের গোড়ায় বসে পড়ল, চেয়ে চেয়ে দেখল তিন জোচ্চোর ঝুপসি গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিপদসীমার বাইরে পৌঁছনোমাত্র হেওয়ার্ডকে ডেলাওয়ারদের একটা গ্রামের অবস্থান জানিয়ে দিল হক আই। ওই গ্রামবাসী বন্ধু-ভাবাপন্ন। ওখানে ভয়ের কোন কারণ নেই। তারপর বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে, ভালুকের মাথা পরে ফিরতি পথ ধরল, ইরোকুই ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করবে আনকাসকে।

ডেভিড গামুটকে তার কুটির থেকে সঙ্গে নিয়ে, ছায়ার আড়ালে আবডালে নিঃশব্দে এগোল হক আই। অস্থায়ী বন্দী শিবিরের দিকে যাচ্ছে। ওরা পাহারাদারদের মুখোমুখি হলে লোকগুলো সাদর আমন্ত্রণ জানাল, কারণ ওদের ওঝা যে ভালুকের পোশাক পরে!

'আমার ভাইরা কি শত্রুর কান্না নিজের চোখে দেখতে চায়?' প্রশ্ন করল

ডেভিড, শত্রুকে অস্ত্র বিসর্জন করতে দেখলে বর্বররা মজা পায় জেনেই কথাটা বলেছে।

'আঘ,' সায় জানাল অসভ্যগুলো।

'তবে সরে দাঁড়াও,' বলল ডেভিড, 'চাম্বু ভালুকটা কি যাদু-টোনা করে একটু পরেই দেখতে পাবে।'

ইণ্ডিয়ানরা চেপে দাঁড়িয়ে ওঝাকে ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ভালুকটা কিন্তু নড়ার নাম করছে না, বাররক্ষীদের উদ্দেশে দাঁত খিঁচাচ্ছে।

'উনি ভয় পাচ্ছেন ওঁর নিশ্বাসের তোড়ে ইরোকুই ভাইরা সব উড়েফুড়ে যাবে,' জানাল ডেভিড। 'তোমরা আরেকটু পেছনে সরে যাও।'

ইরোকুইরা ভয়ের চোটে একটু না, বহু দূর হটে গেল। এবার নিশ্চিন্তে ঘরে প্রবেশ করল ওরা দু'জন।

কুটিরের ভেতরটা ঘুপচি মতন। শুনশান। এক কোণে পড়ে থাকা আনকাসের মাথার ওপরে কেবল একটা নিভন্ত মশাল। ওর চার হাত-পা পেছনদিকে বাঁধা।

'ওর বাঁধন খুলে দিন,' আদেশ করল হক আই। 'আনকাস, তুমি আমার চামড়াটা পরে নাও।' ছদ্মবেশ খুলে আনকাসের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল ও।

'এবার,' গানের শিক্ষককে বলল হক আই, 'আপনি আর আমি কাপড় বদলাবদলি করব। আপনার গানের বই আর চশমাটাও দেবেন। এখন ভেবে দেখুন, আমার সঙ্গে যাবেন নাকি আনকাসের জায়গা নেবেন।'

'আমি থাকব,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল ডেভিড।

'বাঘের বাচ্চা,' বলল হক আই। 'আপনাকে বেঁধে রেখে যাব, যাতে বর্বররা মনে করে আপনাকে মারধর করে আমরা পালিয়েছি। যখন বুঝবেন আমরা নাগালের বাইরে তখন সাহায্যের জন্যে চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন।'

হক আই আর আনকাস, ডেভিড গামুট এবং গ্রিজলী ভালুকের ছদ্মবেশে সবার নাকের ডগা দিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে গেল।

অভিযাত্রীরা জঙ্গলের সীমান্তে পৌঁছামাত্র বন্দীশালা থেকে উচ্চগ্রামে চিৎকার শোনা গেল। ত্বরিত ভালুকের চামড়ামুক্ত হলো মোহিকান যুবকটি। একটা ফার গাছের নিচে ওটা ফেলে দিয়ে, বনের ঘুটঘুটে আঁধারে হক আইয়ের পাশাপাশি ছুটতে লাগল।

বন্দী উড়ে গেছে টের পেয়ে প্রায় দুশো ক্রুদ্ধ ইরোকুই রাতের অন্ধকারে রে-রে করে তেড়ে বেরোল। লে রেনার্ডের নির্দেশের অপেক্ষা করছে। পলাতকদের ধাওয়া দেবে নাকি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে! কিন্তু নেতা কোথায়?

ঠিক সে সময় হক আইয়ের কাছে চামড়া খোয়ানো ওঝাটি গ্রামে ফিরে এল। সে সমস্ত বর্ণনা করলে, হেওয়ার্ডকে গুহায় নিয়ে গিয়েছিল যে নেতাটি সে-ও তার

www.BanglaBook.org

কাহিনী ব্যাখ্যা করল।

চালাকির গন্ধ পেয়ে দলপতি বাছাই করা নেতা গুহার উদ্দেশে পা বাড়াল। সেখানে গিয়ে দেখে, অসুস্থ মহিলা যে কে সেই পড়ে আছে, কিসের জঙ্গলে গেছে? ঠকে গেছে বুঝে মহিলার পরিবারের সদস্যরা একরকম খাবি খেতে লাগল।

একজন নেতা পায়ে পায়ে বিছানার কাছে গিয়ে দেখে মহিলা মারা গেছে।

'আমাদের বীর যোদ্ধার বউ আর নেই,' বলল সে। 'মহান আত্মা তাঁর সন্তানদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন।'

দুঃসংবাদটা নীরবে হজম করল ওরা। কিছুক্ষণ পরে, পাশের ঘর থেকে একটা কালো মত কি যেন পড়াতে পড়াতে এ ঘরের মধ্যখানে এসে থামল। সে রেনার্ড সাবাটিল। তাকে তখুনি বাঁধনমুক্ত করা হলো।

ক'ঘণ্টা পরে, গোটা গোত্র সমবেত হলো কাউন্সিল চেম্বারে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, হক আই আর হেওয়ার্ডের চাতুরির কাছে লজ্জাজনকভাবে হেরে গেছে ইণ্ডিয়ানরা।

'বদলা! বদলা!' অপমানিত যোদ্ধারা মুহুর্মুহু রণহুঙ্কার ছাড়ছে।

রানারদের পাঠানো হলো সর্বত্র, ওরা ফিরে এসে জানাল শত্রুরা ডেলাওয়ারদের তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। এবার সে রেনার্ড তার পরিকল্পনা ঘোষণা করল। সে ছোট একটা দল নিয়ে ডেলাওয়ার গোত্রের কাছে যাবে, শান্তিপূর্ণভাবে বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করবে। কাউন্সিল সোল্লাসে সায় জানাল। পরে, জনা বিশেক ভয়ালদর্শন ইরোকুইকে ছুটিয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বুদ্ধি আঁটল সে রেনার্ড।

পরদিন কাকভোরে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল ও। সদলবলে। কিন্তু ডেলাওয়ারদের গ্রামে প্রবেশের সোজা রাস্তাটি না ধরে বীবরের হ্রদের পাশ দিয়ে ঘোড়া দাবড়াল।

মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে সে রেনার্ডের আঙরাখা, বীবরের টোটেম উঁচিয়ে ধরাতে রাজপুরুষের মতন দেখাচ্ছে ওকে। ঘোড়ার রাশ টানল ও। বীবরদের সঙ্গে কথা বলতে। লোমশ জানোয়ারগুলো ওর গোত্রের প্রতীক।

'তোমরা আমার জ্ঞাতিভাই,' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'তোমাদেরকে আমি ফার ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছি, ভবিষ্যতেও বাঁচাব। আমার প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থেকো, কারণ আমি হচ্ছি সর্বশক্তিমান ইরোকুই সর্দার সে রেনার্ড সাবাটিল!'

ও আত্মীয়দের (!) সঙ্গে কথা বলার সময় একটা অতিকায় বীবরকে উঁকি দিতে দেখা গেল। একটা মাটির ঘর থেকে। ইণ্ডিয়ানরা ভেবেছিল ঘরটা খালি

www.BanglaBook.org

পড়ে আছে। অবাক হয়ে গেল ওরা। লে রেনার্ড ওটাকে দেখতে পেয়েছে। ওর ধারণা হলো লক্ষণ শুভ।

হাত নেড়ে সঙ্গীদের এগোনোর সঙ্কেত দিল ও। জঙ্গলে ঢোকার মুখে পেছন ফিরে চাইলে দেখতে পেত, ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মস্ত খীবরটি, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এ মুহূর্তে। রোমশ ছদ্মাবরণ সরিয়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল লে রেনার্ডদের ভয়ঙ্কর শত্রু চিঙ্গাচুক।

তেরো

লে রেনার্ডকে দেখে শোরগোল পড়ে গেল ডেলাওয়ার গ্রামে। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই ছুটে এল অতিথি বরণ করতে।

বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে শূন্যে দু'হাত ছুঁড়ে দিল ইরোকুই নেতা। ডেলাওয়ার সর্দার হার্ড হার্টও জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে ওকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল।

মেহমানকে সাদরে কাউন্সিল চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হলো। সর্দার সাধারণত ওখানে বসে যোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনা করে, তামাক টানে।

আলোচনা এক পর্যায়ে ফোর্ট উইলিয়াম হেনরীর হত্যাকাণ্ডে মোড় নেবে, জানত লে রেনার্ড। ডেলাওয়াররা যুদ্ধের পথ বর্জন করেছিল। কারণ হঠকারিতা পছন্দ নয় ওদের।

তবে ও প্রসঙ্গটি লে রেনার্ডকে মৃত মহিলাদের গা থেকে চুরি করা গয়নার বস্তাটা খোলার সুযোগ করে দিল। আলো ঠিকরে পড়ছে অলঙ্কারগুলো থেকে। ওগুলো উপহার পেয়ে খুশি ধরে না ডেলাওয়ার নেতাদের।

মওকা বুঝে কোরার কথা জানতে চাইল ধূর্ত লে রেনার্ড।

'ও এখানে ভালই আছে,' হার্ড হার্ট জানাল।

'আর লা লং ক্যারাবাইন, যে আমার যোদ্ধাদের খুন করেছে?'

বিখ্যাত নামটি উচ্চারণের ফলে ডেলাওয়াররা হকচকিয়ে গেছে।

'কি বলতে চাইছ, ভাই?' সর্দারের প্রশ্ন।

'বন্দীদের গুণে দেখুন,' লে রেনার্ড বলল, 'ওদের মধ্যে আপনাদের শত্রুটাও থাকবে।'

দীর্ঘ নীরবতা। সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করে নিল নেতা, গোত্রের অন্যান্যদের ডেকে আনতে দূত গেল।

www.BanglaBook.org

সবাই জড়ো হলে দেখা গেল প্রায় হাজার খানেক লোক হবে। ওদের শ্রদ্ধেয় নেতা, বিজ্ঞ, ন্যায়বিচারক তেমনান্দ হাঁটি হাঁটি পা পা করে তার আসনে গিয়ে বসল। লোকটির বয়স একশো পেরিয়েছে। পরনের লম্বা আঙরাখাটা মিহি পশমে তৈরি, হাড্ডিসার বুক থেকে ঝুলছে নানা রাজ-রাজড়ার উপহার দেয়া সোনা-রূপোর অনেকগুলো পদক। দীর্ঘ, সাদা কেশগুলো বেঁধে রেখেছে পাথর আর পালক খচিত একটা ঝকমকে ব্যাণ্ডে।

শীঘ্রিই বন্দীশিবির থেকে লোক নিয়ে আসা হলো। কোরা অরে অ্যালিস গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। হেওয়ার্ড ওদের পাশে, হক আই পেছনে। আনকাস ওদের মধ্যে নেই।

হার্ড হার্ট উঠে জিজ্ঞেস করল, 'লা লং ক্যারাবাইন কোন্ জন?'

এগিয়ে এল হক আই।

'বন্দীকে আপনি নিয়ে যেতে পারেন, ইরোকুই নেতা,' লে রেনার্ডকে বলল তেমনান্দ।

ক'জন যুবক যোদ্ধা কষে বেঁধে দিল হক আইয়ের হাত দুটো। ওর দিকে চেয়ে ক্রূর হাসল লে রেনার্ড।

পরিস্থিতি ভিন্নদিকে মোড় নেয়ায় হতমত খেয়ে গেছে কোরা, অচেনা তেমনান্দের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে করুণা ভিক্ষা করল।

'হক আই কখনও কোন ডেলাওয়ারকে খুন করেনি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল। 'এই ইরোকুই বদমাশটার কথা কানে তুলবেন না। ও আপনাকে মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে নিজের রক্তপিপাসা মেটাতে চাইছে।'

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো।

'শুনলে ঘৃণা করবেন,' বলল কোরা। 'কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার বংশের কেউ কোনদিন আপনার লোকদের ক্ষতি করেনি। আপনার কাছে আমি ন্যায়বিচার চাইছি। আপনাদের এক ভাইকে আমাদের সঙ্গে বন্দী হয়ে আছে। ওকে এখানে আনুন, ও বলুক, ওর মুখেই শুনবেন।'

'ও ধ্যাটা কুলেসপো,' এক যুবক বিড়বিড় করে আওড়াল। 'ওকে শাস্তি দেয়ার জন্যে রেখে দেয়া হয়েছে।'

'আনো ওকে,' বুড়ো তেমনান্দ আদেশ করল।

আনকাসকে নিয়ে আসা হলে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'বন্দীর ভাষা কি?'

'বাপের মত আমিও ডেলাওয়ার ভাষায় কথা বলি, মোহিকান আর ডেলাওয়াররা আগে একটাই জাতি ছিল।'

'নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভাঁবুতে সাপের মত ঢুকে পড়ে, এমন ডেলাওয়ার দেখা তো দূরের কথা, আছে তাই জানতাম না,' বলল তেমনান্দ। 'যে যোদ্ধা নিজের

www.BanglaBook.org

বংশ ত্যাগ করে সে বিশ্বাসঘাতক, একে আগুনের ছ্যাঁকা দাওগে যাও!'

একথা শুনে কমপক্ষে বিশ জন যোদ্ধা ঝা-চকচকে ছোরা বাগিয়ে ঘিরে ফেলল আনকাসকে। কিন্তু ওকে ঠেসে ধরতে যেতে শার্টটা গেল ফেঁসে, আর বেরিয়ে পড়ল ওর বুকে নীল রঙে আঁকা ছোট্ট কাছিমটা।

তাই দেখে যোদ্ধারা আঁতকে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত। ভয়ে সরে গেছে পেছনে।

'কে তুমি?' উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল তেমনান্দ, যুবকটির দিকে বিস্ময়মাখা চোখে চেয়ে রয়েছে।

'আমি আনকাস, চিঙ্গাচুকের ছেলে–মহান কাছিমের সন্তান।'

'আহ,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল বুড়ো, 'তবে আমার মরণ ঘনিয়েছে, আমার ভাতিজা, মোহিকানদের শ্রেষ্ঠ নেতার ছেলে, আমার জায়গা নিতে এসেছে। এসো, বাছা, আমার পাশে এসে বসো।'

'কাছিমের রক্ত বংশ পরম্পরায় আমাদের নেতাদের মধ্যে রয়ে গেছে,' ইঁটু গেড়ে বসে বলল আনকাস, 'কিন্তু চিঙ্গাচুক আর তার ছেলে ছাড়া বাকিরা সবাই এখন পরপারে।'

'ঠিকই বলেছ,' জনতার উদ্দেশে বলল তেমনান্দ। 'আমাদের জ্ঞানীরা বলতেন, সাদামানুষদের পাহাড়ে আমাদের বংশের দু'জন যোদ্ধা আছে। তারা যে কোনদিন এসে হাজির হয়ে যাবে। ঠিক তাই ঘটেছে। আনকাস ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।'

'সেজন্যে, চাচা,' বলল আনকাস, 'ডেলাওয়ারদের বন্ধু, একজন ভালমানুষের অবদান সবচেয়ে বেশি। তার নাম হক আই। ইরোকুইরা তাকে "দা লং রাইফেল" বলে ডাকে।'

'তবে ওর বাঁধন খুলে দাও,' বলল বুড়ো।

আনকাস হক আইকে বাঁধনমুক্ত করে তেমনান্দের পাশে এসে বসলে বুড়ো সর্দার জানতে চাইল, 'বাছা, ওই ইরোকুই নেতার কি তোমাদের ওপর কোন বিজেতার দাবি আছে?'

'মোটেই না।'

'লা লং ক্যারাবাইনের ওপরে?'

'হক আই ইরোকুইদের ইচ্ছেমতন বোকা বানিয়েছে। চালাক ভালুকটার কথা ওদের জিজ্ঞেস করেই দেখুন না।

'সাদা মেয়েটা আর ওর সঙ্গের লোকটা?' মেজর হেওয়ার্ড আর অ্যালিসের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করল তেমনান্দ।

'ওদের ছেড়ে দেয়া দরকার,' জানাল আনকাস।

www.BanglaBook.org

'আর যে মেয়েটাকে ইরোকুইরা এখানে রেখে গিয়েছিল?'

'সে আমার!' বিজয় চিৎকার ছাড়ল লে রেনার্ড। 'মোহিকান, তুমি জানো, ও আমার!'

'হ্যাঁ,' ব্যথিত শোনাল আনকাসের কণ্ঠ। 'ইণ্ডিয়ান আইনে মেয়েটি ওর।'

কোরার উদ্দেশে মোলায়েম স্বরে বলল তেমনান্দ, 'একজন মহান যোদ্ধা তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়, ওর সঙ্গে যাও। তোমার বংশের কোন ক্ষতি হবে না।'

'কক্ষনো না,' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কোরা। 'এতবড় অসম্মান আমি কক্ষনো সইব না!'

তেমনান্দ এবার লে রেনার্ডের দিকে ফিরে চাইল।

'মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে হলে সংসারে সুখ হয় না।

'ও আমার!' গর্জে উঠল লে রেনার্ড। 'আপনি আদেশ দিন।

'দাঁড়াও, লে রেনার্ড,' চেঁচিয়ে বলল হেওয়ার্ড। 'একটু বোঝার চেষ্টা করো। কোরার মুক্তিপণ তোমাকে মস্ত বড়লোক করে দেবে। তোমার কুটির আমরা সোনা, রুপা, তামা আর পাউডারে ভরে দেব।'

'চাই না ওসব,' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইরোকুই বুকে কিল মেরে বলল। 'আমি চাই বদলা!'

'মহান, তেমনান্দ,' মিনতি করল হক আই, 'ওই মেয়ের বদলে আমাকে যেতে দিন। আমাকে বন্দী হিসেবে পেলে ইরোকুইরা খুশি হবে।'

'আমি যা বলার বলে দিয়েছি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ডেলাওয়ার নেতা। 'এক কথা বারবার বলা আমার ধাতে নেই।'

ওর কথা শুনে কোরার বাহু চেপে ধরল লে রেনার্ড। 'চলো,' বলল ও। 'কুটিরে চলো।'

হেওয়ার্ড ধেয়ে গিয়ে বর্বরটার মুখের সামনে মুঠো নাচাল।

'ডেলাওয়াররা তোমাকে বাধা না দিলেও,' বলল ও, 'আমি দেব।

'তবে জঙ্গলে চলো,' ঠাণ্ডা গলায় বলল লে রেনার্ড। 'ওখানেই বোঝাপড়া হবে।'

'দাঁড়ান,' চেঁচাল হক আই, ঠেলে সরিয়ে দিল হেওয়ার্ডকে। 'ও আপনাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে অ্যামবুশ করবে।'

'হ্যাঁ,' মেজরকে বলল আনকাস। তারপর লে রেনার্ডের দিকে চেয়ে বলল, 'যাও। কিন্তু জেনে রাখো, গাছের মাথায় সূর্য দেখা গেলে আমার লোক তোমার পিছু নেবে।'

'আমি চললাম,' জবাবের উদ্দেশে ঘুসি বাগিয়ে বলল লে রেনার্ড। 'কুত্তা,

www.BanglaBook.org

খরগোশ আর চোরদের মুখে থুথু দিই!'

অনিচ্ছুক, বিমর্ষ বন্দীকে ঘোড়ায় চাপিয়ে জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হলো লে রেনার্ড।

চোদ্দ

লে রেনার্ড আর কোরাকে যতক্ষণ দেখা যায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতন দেখল ডেলাওয়াররা। ইংরেজ মহিলার পোশাক পর্ণরাজিতে মিশে গেলে যে যার পথ ধরল।

আনকাস দ্রুত কুটিরে অর্থাৎ বন্দীশালায় ফিরল। বাইরে, একদল উত্তেজিত যোদ্ধা তাদের নতুন নেতার জন্যে অপেক্ষমাণ।

প্রথমে, ওয়র পেইন্ট মাখা ছ'জন যোদ্ধা কুটির থেকে বেরোল। পাথরের ফাটলে জন্মানো খুদে পাইন গাছটার বাকল আর ডাল-পালা দ্রুত খসিয়ে ফেলল ওরা, নগ্ন গুঁড়িটায় গাঢ় লাল ছোরা আঁকল। এগুলো হচ্ছে যুদ্ধের সঙ্কেত। শেষে আনকাসও বেরিয়ে এসে দীর্ঘসময়ব্যাপী, ঐতিহ্যবাহী যুদ্ধ-নাচে অংশ নিল, গুঁড়িটাকে ঘিরে। নাচার ফাঁকে বাজখাঁই গলায় চেঁচাল।

অন্যান্য যোদ্ধারাও গোমড়া মুখে নাচে-গানে করল। আনকাস আচমকা ওর টমাহকটা গাছের গায়ে গেঁথে দিল। থেমে গেল অনুষ্ঠান: এর অর্থ কোরা-উদ্ধার অভিযানে সে-ই নেতৃত্ব দেবে।

আরও একটা অর্থ অবশ্য রয়েছে। গাছটিকে কুড়াল আর ছুরি দিয়ে চিরে ফেলার অব্যক্ত হুকুম করা হলো। ডেলাওয়ার জাতি যুদ্ধঘোষণা করেছে!

'এবার যাওয়ার পালা,' সূর্যের অবস্থান দেখে চেঁচিয়ে বলল আনকাস। 'ইরোকুইদের সঙ্গে আমাদের চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়েছে।'

সেদিন শেষ বিকেলে, দুশো উদ্দীপ্ত যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে আনকাস, হক আই আর হেওয়ার্ড উপবনের পথে এগোল, জানে জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে লে রেনার্ডের বাহিনী।

ওরা খানিকদূর যেতে না যেতেই একজন সিঁড়িঙ্গে লোককে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে লে রেনার্ডের দূত মনে করল, ওরা, বোধহয় আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে আসছে। ওদের প্রায় কয়েক শো গজ তফাতে থেমে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল লোকটা।

'হুক আই,' বলল আনকাস, 'একে ফিরতে দেয়া যাবে না।'

www.BanglaBook.org

হক আই রাইফেল তুলেও নামিয়ে নিল। শরীর কাঁপিয়ে হাসছে সে।

'আনকাস,' হাসির ফাঁকে বলতে পারল, 'এটা ডেভিড গামুট!'

'ইরোকুইদের দেখেছেন?' গানের মাস্টারকে কাছে আসতে দেখে প্রশ্ন ছুঁড়ল হক আই।

'ওরা তো সবখানেই আছে,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে বলল ডেভিড। 'ওদের মতলব ভাল ঠেকল না। ওদের উৎসবের চোটে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। খুব চেঁচামেচি করছে। তবে জঙ্গলেও প্রচুর ইরোকুই চোখে পড়ল। ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'লে রেনার্ড কোথায়?' আনকাস জানতে চাইল।

'ও পাহাড়ের সেই গুহাটায় লুকিয়ে রেখেছে কোরা মানরোকে। আর এখন বর্বরদের নিয়ে এই পথে আসছে।'

'কোরা বেচারীকে এখুনি সাহায্য করা দরকার,' বলল হেওয়ার্ড।

'একটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল হক আই। 'আমি বিশ জন লোক নিয়ে নদীর পাশ ঘেঁষে বীবরের পুকুরটার কাছে চলে যাই। ওখানে চিঙ্গাচুক আর কর্নেল মানরোর দলের সঙ্গে মিশে যাব। আমি একবার শিস দিলেই সবাই মিলে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রুর ওপর। দেখবেন ওরা পালানোর পথ পাবে না। তারপর গ্রামটা দখলে নিয়ে কোরাকে উদ্ধার করা কোন ব্যাপারই নয়।'

'চমৎকার। আমার পূর্ণ সমর্থন আছে,' বলল হেওয়ার্ড। 'আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

মেজর হেওয়ার্ড খামোকা হক আইয়ের কৌশলের প্রশংসা করেনি। দেখা গেল পরিকল্পনা দারুণ ভাবে সফল হয়েছে। ইরোকুইদের হামলায় ভেঙ্গে ছিল প্রচণ্ড। বেপরোয়া আক্রমণ ঠেকাতে রীতিমত মরণপণ লড়তে হলো হক আইদের। কিন্তু তবু হক আইয়ের অভিজ্ঞতা আর আনকাসের নেতৃত্বের সামনে টিকতে পারল না বর্বরগুলো। যে ইরোকুইগুলো জানে বেঁচেছে তারা ছত্রখান হয়ে গেছে।

লে রেনার্ড সঙ্গীদের দুরবস্থা দেখে কাপুরুষের মতন আলগোছে ভেগেছে যুদ্ধের ময়দান থেকে, দু'জন বিশ্বস্ত যোদ্ধাকে নিয়ে।

অবশ্য আনকাসের শ্যেনদৃষ্টিকে ওরা ফাঁকি দিতে পারেনি। ওদেরকে ঝোপের আড়ালে-আবডালে পালাতে দেখে ধাওয়া দিল ও, চলে এল পাহাড়ের গাদদেশে।

লে রেনার্ড শত্রুদের খসাতে সাধ্যমত চেষ্টা করল। খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে গুহায় সেঁধিয়ে পড়েছে ওরা। আনকাস সদলবলে সংকীর্ণ পথ ধরে ওদের পিছু নিল—চোখে পড়ল পালাচ্ছে বর্বরগুলো।

www.BanglaBook.org

রহস্যময় গুহাটার ঘুপচি সুরঙ্গ আর ভূগর্ভস্থ ঘরগুলো দৌড়ে পেরনোর ফাঁকে, লে রেনার্ডকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে আনকাস। বর্বরটার টাঁদি হাতে পেতে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে ও। হেওয়ার্ড আর হক আই ওর পিছু পিছু ছুটছে।

গুহাপথ এখন এবড়োখেবড়ো এবং জটিল, অসভ্যরা এযাত্রা বোধহয় পারই পেয়ে গেল। হঠাৎ, সামনের সুরঙ্গে একটা সাদা রঙের উড়ন্ত আঙরাখা দেখতে পেল ওরা।

'ওটাই কোরা!' চেঁচিয়ে উঠল হেওয়ার্ড, ভীতি আর আনন্দের দ্বৈত অনুভূতি হলো ওর।

'সাহস হারাবেন না,' কোরার উদ্দেশে চিৎকার করে বলল হক আই। 'আমরা এসে পড়েছি!'

দৌড়ের গতি যদিও বেড়েছে ওদের, পথটা ক্ষণে ক্ষণে সরু হয়ে যাচ্ছে, ক্ষণে ফাঁক গলে পেরনো মুশকিল। আনকাস আর হেওয়ার্ড একটা ভুল করে বসল এসময়। রাইফেল ফেলে দিয়ে ওরা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তেই, লে রেনার্ড পিছু ফিরে গুলি চালাল। আনকাসের কাঁধে লেগেছে।

'আরও আগে বাড়তে হবে,' বলল হক আই, বন্ধুদের পাশ দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। 'নইলে সবাইকে একে একে মারবে। কোরাকে ঢালের মতন ব্যবহার করছে শয়তানগুলো।'

কোরাকে ততক্ষণে ঢালের একটা ফোকর দিয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

'আমি আর যাব না,' পাহাড়ের চূড়ার পাশে, একটা বিপজ্জনক খাতে আচমকা পা পড়াতে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল কোরা। 'চাইলে আমাকে মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু আমি আর একপাও নড়ছি না।'

অসহিষ্ণু লে রেনার্ড এক টানে ছোরা বার করল।

'ভেবে দেখো!' বলল ও, 'হয় আমার ঘর, নয়তো ছোরা!'

কোরা নিরুত্তর। ছুরি তুলল লে রেনার্ড। সহসা, আঁধার ফুঁড়ে একটা বাঘা গলার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। আনকাস একটা শৈলশিরা থেকে লাফিয়ে পড়ে একেবারে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

ইরোকুই নেতা ভয়ে পিছু হটে গেলে, ওর হুমকিটা কার্যকর করল একটা বর্বর।

কোরা মানরোর হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে অসভ্যটা।

www.BanglaBook.org

করছে, সে সুযোগে মহিলারা ওকে আচ্ছামত বিদ্রূপ করে নিল। এক লোলচর্ম বুড়ি অহঙ্কারী ভঙ্গিতে ওর সামনে এসে হাত-টাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল।

'ভীতুর ডিম কোথাকার,' খকখক করে বলছে বুড়ি। 'ভাল্লুক আর বনবিড়াল দেখলে তুই লেজ গুটিয়ে পালাবি।'

ইণ্ডিয়ানটা চুপ করে আছে দেখে খেপে আরও লাল হয়ে গেল বুড়ি। ফেনা তুলে ফেলছে মুখে।

'তোর জন্যে আমরা পেটিকোট বানিয়ে দেব, স্বামী খুঁজে দেব।'

সভাসদরা এখন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বয়োবৃদ্ধ যোদ্ধাটি রায় ঘোষণার জন্যে বন্দীর কাছে এলে, বুড়ি দেয়াল থেকে একটা মশাল ছিনিয়ে নিয়ে যুবকটির মুখে ঠেসে ধরতে গেল।

চট করে মুখ সরিয়ে নিল যুবক। এবং ঠিক সে মুহূর্তে হেওয়ার্ডের চোখে চোখ পড়ল আনকাসের। দু'জনের কেউই অবশ্য প্রতিক্রিয়া দেখাল না। মোহিকান এবার মুখ ফেরাল অভিযোগের রায় শোনার জন্যে।

এগারো

ধূসর চুলের নেতা আনকাসের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করলে নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

'মোহিকান,' বলল সে, 'তুমি সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। আমাদের লোকেরা তোমার কমরেডদের ধরে আনুক। তারপর জানতে পারবে বাঁচবে না মরবে।'

আনকাস নিশ্চল দাঁড়িয়ে বুড়োর বক্তব্য শুনল।

'আপনার কান কালা নাকি?' শেষমেশ বুড়োকে জিজ্ঞেস করল ও। 'আমি আটকা পড়ার পর দু'বার ছক আইয়ের রাইফেল গর্জাতে শুনেছি। আপনাদের যোদ্ধারা ফিরবে না।'

উদ্ধত যুবকটির কথা কানে তুলল না বুড়ো। আঙুলের ইশারায় হেওয়ার্ড যে গুঁড়িটায় বসা ওটার শেষ প্রান্তে ওকে বসতে আদেশ করল। দু'জন যেন দু'জনকে চেনেই না এমনি ভাব করে বসে রইল।

যোদ্ধারা তাদের পাইপ বার করেছে, সাম্প্রতিক যুদ্ধে সাফল্যের বয়ান দিচ্ছে আর তামাক টানছে। সাদা ধোঁয়া চক্রাকারে উঠে যাচ্ছে ছাদের দিকে।

একটু পরে নেতা গোছের একজন লোক পাইপ নামিয়ে রেখে কবিরাজের দিকে এগিয়ে এল।

www.BanglaBook.org

ধরল কোনমতে।

হক আইয়ের রাইফেল গর্জে উঠল, এবং একই সঙ্গে মাটি থেকে আলগা হয়ে গেল ঝোপটি। লে রেনার্ড হাত ছেড়ে দিয়ে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে, সোজা কয়েক হাজার ফিট নিচে পড়তে লাগল!

আনকাস আর কোরার দুঃখজনক মৃত্যু শোকে মুহ্যমান করে দিয়েছে ডেলাওয়ারদের। ইরোকুইদের বিরুদ্ধে বিজয়ে কোনরকম আনন্দ-উৎসব, হৈ-হল্লা, নাচ-গান হলো না। নিঃশব্দে শেষকৃত্যের জন্যে প্রস্তুত হলো সকলে।

পরদিন উষালগ্নে, ছ'জন ডেলাওয়ার মেয়ে আনকাস আর কোরার শবাধারে বুনো ফুল আর সুগন্ধী লতা-পাতা ছড়িয়ে দিল। কোরাকে গ্রামের সেরা পোশাকটা পরানো হয়েছে। ওর পায়ের কাছে বসে রয়েছেন শোকসন্তপ্ত কর্নেল মানরো আর অ্যালিস, ডেভিড গামুট আর ডানকান হেওয়ার্ড কাছেই দাঁড়িয়ে। স্তবপাঠ করছে ডেভিড, হেওয়ার্ড চোখের পানি চাপতে ব্যস্ত।

আনকাসের মৃতদেহে ডেলাওয়ার গোত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারগুলো পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ওর মাথা থেকে ঝুলছে পাখির রঙীন পালক। ঝিনুকের মালা, বালা আর পদক সারা শরীর জুড়ে। কর্নেল মানরোর মত চিঙ্গাচুকও ছেলের লাশের পাশে ভাবগম্ভীরভাবে দাঁড়ানো।

তেমনদ ক'ফুট দূরে একটি আসনে বসে আছে। এবার উঠে দাঁড়াল।

'মহান আত্মার মুখ মেঘের আড়ালে,' ব্যথিত স্বরে বলল ও। 'তিনি তোমাদের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কান বন্ধ, জিভেও সাড় নেই।'

নেতার মুখে এসব ভয়াবহ কথাবার্তা শুনে গ্রামবাসী নিচু স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল, মৃতদের সম্মানে।

একজন মর্যাদাসম্পন্ন ইণ্ডিয়ান তরুণী আনকাসের প্রশস্তি পাঠ করল।

'উনি ছিলেন আমাদের গোত্রের কালো চিতা,' বলছে ও, 'শিশিরে কখনও ছাপ ফেলেনি ওঁর মোকাসিন। লাফাতেন হরিণ শাবকের মতন। রাতের আকাশে তারার উজ্জ্বলতাকেও হার মানাত তাঁর চোখ। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর কণ্ঠ ছিল জলদগম্ভীর—মহান আত্মার বজ্রপাতের মতন।'

কোরা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশংসার পর তার আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করল। কোরার অপরূপ সৌন্দর্য আর সচ্চরিত্রের কথা বলা হলো।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে ডেলাওয়াররা। সবার মুখে ফুটে উঠেছে গভীর সমবেদনা।

একজন বয়স্ক নেতা সঙ্কেত দিল মেয়েদের উদ্দেশে। কোরার শবাধার তুলে নিয়ে ধীর পায়ে এগোল ওরা, মন্ত্রপাঠ করছে।

www.BanglaBook.org

ডেভিড ফিসফিস করে কর্নেল মানরোকে বলল, 'ওরা আপনার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেখা উচিত যাতে খৃস্টান ধর্মমতে ওর শেষকৃত্যটা হয়।'

অ্যালিসকে নিয়ে নির্জন গোলাকার টিলাটির দিকে মন্থর পদক্ষেপে এগোতে লাগলেন মানরো। নরম মাটিতে শুইয়ে দেয়া হয়েছে কোরার মৃতদেহ, চারপাশে সতেজ, তরুণ পাইনের গাছ।

ইণ্ডিয়ান তরুণীরা সামান্য ইতস্তত করছে, কোরার পরিবার ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় খুশি কিনা বুঝতে চাইছে।

হক আই ওদের মাতৃভাষায় বলল, 'মেয়েরা, তোমরা যথেষ্ট করেছ। সাদামানুষরা তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে।' ডেভিড গামুটের দিকে তাকাল, সে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে দেখে জুড়ে দিল, 'খৃস্টান ধর্ম যিনি জানেন তিনি বোধহয় কিছু বলতে চান।'

গানের শিক্ষক স্তোত্রপাঠ করলে, ইণ্ডিয়ান মহিলারা নীরবে শুনল, ভঙ্গিটা এমন যেন বুঝতে পারছে প্রতিটি কথা। শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হলে পর চলে গেল ওরা।

'ঈশ্বরের বান্দা ঈশ্বরেই নিয়ে গেছে,' বিদায়ক্ষণে বিষণ্ন মানরো বললেন। 'চলুন, ফেরা যাক।'

ঘোড়ায় চেপে বসে শেষবারের মতন কবরস্থানের দিকে চাইলেন ভদ্রলোক, তারপর গ্রামবাসীদের বিদায় জানিয়ে সদলবলে জঙ্গলের পথ ধরলেন।

হক আই চিঙ্গাচুকের কাছে ফিরে দেখে, আনকাসকে জীবনে শেষবারের মত চামড়ার পোশাক পরানো হচ্ছে। বন্ধুকে শেষবারের মত দেখার সুযোগ দেয়া হলো ওকে। তারপর শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামবাসী তাদের নেতাকে কবরস্থানে নিয়ে গেল।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শেষে, চিঙ্গাচুক বক্তব্য রাখল জাতির উদ্দেশে। ক্রন্দনরত, বিমর্ষ যোদ্ধাদের দিকে চেয়ে সে বলল, 'তোমরা কাঁদছ কেন? মহান আত্মার ওর মত একজন যোদ্ধার প্রয়োজন ছিল। তাই ওকে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু আমি, ওর বাপ, বড্ড একা হয়ে গেলাম।'

'না, কক্ষনো না,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে উচ্চগ্রামে বলল হক আই। 'আমাদের গায়ের রং আলাদা হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের একই পথের পথিক করে পাঠিয়েছেন। আমারও তো কোন আত্মীয়স্বজন নেই, এই আনকাস ছিল আমার ভাইয়ের মত। ও আর আমি একই সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, খেয়েছি, থেকেছি। ও আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু চিঙ্গাচুক, তুমি একা নও। আমি আছি তোমার পাশে।'

www.BanglaBook.org

হক আইয়ের হাত আবেগে চেপে ধরল চিঙ্গাচুক। টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে দু'জোড়া চোখ থেকে, ভিজিয়ে দিচ্ছে বীর যোদ্ধা আনকাসের কবর।

এঘটনার বহু বছর পরেও, দুঃসাহসী লোক দু'জন যখন নিউ ওয়ার্ল্ডের বন-জঙ্গল চষে বেড়িয়েছে তখনও আনকাসের কবরে অঙ্কুরিত সম্পর্কের বাঁধনকে ওরা মনে রেখেছে—কারণ আনকাসই যে ছিল মোহিকানদের শেষ বংশধর।

***

BanglaBook.org